বন্দিনী

(নাটক)

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—১০ই পৌষ, বড়দিন, ১৩৩১

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
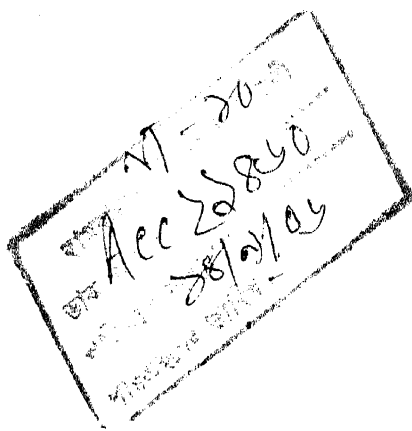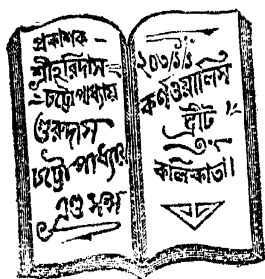
পৌষ—১৩৩১

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উদ্দেশে

নির্ম্মল !

নির্ম্মল তুমি অন্তরে বাহিরে,—
এসেছিলে তাপদগ্ধ জীবনের শুষ্ক
এই যজ্ঞভূমি মাঝে—নির্ম্মাল্য আমার
নিরমম্ কর্ম্মদেবতার। পূজা সাঙ্গ,—
মাতৃনাম মহামন্ত্র করিয়া সম্বল
গেলে চ'লে, নাহি জানি কোথা—কোন্ দেশে,
রেখে হেথা স্মৃতির সৌরভ, আত্মদানে
বাড়াইয়া আপন গৌরব ; যেথা যাও,
হে প্রিয়, হে সৌম্য, কিন্তু রাখিও স্মরণ—
বিসর্জ্জন অন্তে হবে আবার মিলন !

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

থুথ্‌মসিস্	...	...	মিশরের ফ্যারাও বা সম্রাট্
এ্যামস্নিস্	...	...	ঐ সেনাপতি
ইস্‌কিবল	...	...	ঐ জালুদুর্গের কেল্লাদার
তাবেজ	...	...	কেল্লাদারের ক্রীতদাস

আমন্ ও আইসিসের পুরোহিতদ্বয়, সভাসদ্‌গণ,
নাগরিকগণ, দূত ইত্যাদি।

সিরিয়ার অন্তর্গত মিতানি প্রদেশের রাজা ও বন্দিনীর পিতা,
সিরিয়ার বন্দীগণ ও অনুচরগণ।

স্ত্রী

আভিয়া	...	...	মিশরের সম্রাট-দুহিতা
সুমালিয়া	...	...	মিতানির রাজকন্যা (বন্দিনী)
নাস্রেরেম	...	...	ঐ সহচরী (পুরুষবেশে)

আভিয়ার বাঁদীগণ, পরিচারিকা, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

[সংযোগস্থল—মেম্‌ফিস্ ও জালু]

বন্দিনী

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

১০ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩১

পরিচালক	...	...	আর্ট থিয়েটার লিঃ
অধ্যক্ষ	...	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

পুরুষ

থুথ্‌মসিস্‌	...	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত
এ্যামসিস্‌	...	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
ইস্‌কিবল (কেল্লাদার)		...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
তাবেজ	...	...	শ্রীযুক্তা আশ্চর্য্যময়ী
মিতানির রাজা	...	...	শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বসু
আমনের পুরোহিত	...	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার
আইসিসের পুরোহিত		...	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী

আর্ভিয়া	...	...	শ্রীযুক্তা রাণীসুন্দরী
সুমালিয়া	...	...	শ্রীযুক্তা ফিরোজাবালা (নেনী)
নাহেরেম	...	...	শ্রীযুক্তা নীহারবালা

সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক ও আহার্য্য সংগ্রাহক ...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(Producer)	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী (ঐ সহকারী)
রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ (Stage Manager)	শ্রীমাণিকলাল দে
সুর-সংযোজক ...	শ্রীগৌরীশঙ্কর মিশ্র
...	শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত-শিক্ষক ও হারমোনিয়ম-বাদক ...	ঐ
বংশীবাদক	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তবলা-বাদক	শ্রীসতীশচন্দ্র বসাক
আলোক নির্দ্দেশক (Electrician) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার
স্মারক	শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী
... ...	শ্রীযুগলকিশোর দে
বেশকারী	শ্রীগয়ারাম দাস
... ...	শ্রীমন্মথনাথ দাস দে
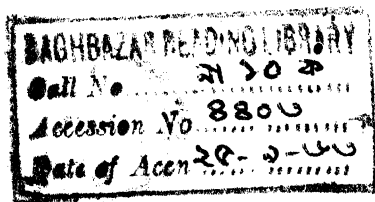
বন্দিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মিশরের রাজপ্রাসাদস্থ সজ্জিত প্রাঙ্গণ ; দূরে আইসিসের মন্দির।]

কেল্লাদার ইস্‌কিবল্‌ ও তাহার ভৃত্য তাবেজ

কেল্লা। হ্যাঁরে, কি বুঝলি ?

তাবেজ। আজ্ঞে, বুঝতে তো কিছু পারলুম না।

কেল্লা। "আজ্ঞে, বুঝতে তো কিছু পারলুম না!" ক'দিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলি, নজর রাখলি, তবু ঠাওর করতে পারলিনি ছোঁড়া কি ছুঁড়ী ?

তাবেজ। আজ্ঞে, দেখতে তো ঠিক ছোঁড়ারই মতন।

কেল্লা। আরে সে তো বাপধন, আমিও দেখেছি। কিন্তু আসলটা কি ?

তাবেজ। বোধ হয় ছোঁড়া।

কেল্লা। তোর মুণ্ডু! ঐ যে বাঁদীটা ধরা পড়ল, ও-ও তো প্রথমে ছোঁড়া ছিল ; তারপর এখানে এসে রাত পোয়াতে না পোয়াতে বেমালুম ছুঁড়ী হয়ে গেল!

তাবেজ। আজ্ঞে, তাতো গেল।

কেল্লা। তবে রে বেটা, তবে ? এ ছোঁড়াও যে সেই রকম ছুঁড়ী হবে না তার কি কোন লেখাপড়া আছে ? এওতো লড়ায়ে ধরা প'ড়ে ঐ ছোঁড়া-সাজা ছুঁড়ীর সঙ্গে বন্দী হয়ে এখানে এসেছে। তুই দেখ্, ভাল ক'রে খবর নে। আমার মন নিচ্ছে, ও বেটা কখনো ছোঁড়া নয়—ছুঁড়ী ; এ আমি তোকে ঠিক বলছি।

তাবেজ। আজ্ঞে, যদি ঠিকই বলছেন, তবে আমায় আর ভোগাচ্ছেন কেন ?

কেল্লা। তবু, প্রমাণ রে বেটা—প্রমাণ ! রাজ-সরকারে চাকরী করি, প্রমাণ ছাড়া আমাদের এক পা'ও চলবার যো নেই।

তাবেজ। ভাল বিপদেই ফেল্লেন ! সে বেটা বন্দী হয়ে এসে রাজকুমারীর খাসচাকর হয়ে আছে ; আমি একশ' বারই কি ক'রে খবর নিই বলুন দেখি ? আমাকে যার কাছেই ঘেঁসতে দেয় না, তার আবার প্রমাণ ! আর আজকালকার ছুঁড়ীদের ঢংও বুঝে উঠতে পারি নে ! ছুঁড়ী আছিস্, ছুঁড়ীই থাক্—আবার ছোঁড়া সাজবার সখ কেন ? তাতেই তো প্রমাণ হাতড়াতে হয়।

কেল্লা। আ-হা-হা—ঐটেই তো প্যাঁচ ! চার চারবার বিয়ে করলুম, কিন্তু ও জাতের ধাত আজও বুঝে উঠতে পারলুম না ! জন্মায় মেয়েমানুষ হ'য়ে ; যত বড় হয়, প্রাণটাকে তৈরী করে কিন্তু পুরুষের মত। আবার বয়েসও ঢ'লে পড়ে, তখন যে মেয়ে—সেই মেয়ে !

তাবেজ। আজ্ঞে, এই জন্যেই বুঝি পাল্‌টা জবাবে আজকালকার ছোঁড়ারা ছুঁড়ীর মত সাজতে সুরু করেছে ? কথা কইবে—মেয়েদের মত মিহি-সুরে ; চলবে—মরি-কি-বাঁচি-গোছের হেলে দুলে ; পুরুষের মুখের শোভা দাড়ী গোঁফ—দু'বেলা

কামাবে; তাই তো দিন দিন নাপিতের দর বেড়ে যাচ্ছে; সোজা সিঁথে কাটবে—পেটে পেড়ে; মেয়েরা হাতে পায়ে রং ধরায় মেহেদী পাতা দিয়ে—এরা ঠোঁটে রং মাখে; মেয়েরা চলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে—এরা চলে ধার ঘেঁসে।

কেল্লা। এই—ঠিক বুঝেছিস বাবা, ঠিক বুঝেছিস; এই জন্যেই তো তোর উপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি।

তাবেজ। নিশ্চিন্দি আর আছেন কৈ? দিন রাত্তির তো ঘুরপাক খাচ্ছেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছড়াচ্ছেন!

কেল্লা। ঘুরপাক খাচ্ছি নাকি? হ্যাঁরে, নিঃশ্বাস পড়ছে? তাহলে হয়েছে, একটু হয়েছে—একটু প্রেম!

তাবেজ। আজ্ঞে, একটু নয়, বিলক্ষণ! আমি ভাবছি, ছোঁড়া যদি সত্যি সত্যিই ছুঁড়ী না হয়, তাহলে এরপর আপনার দশা হবে কি?

কেল্লা। আর বলিসনি বাবা, আর বলিসনি। এই সবে গাছে উঠতে সুরু করেছি, এরই মধ্যে মই কেড়ে নিস্‌নি।

তাবেজ। আচ্ছা, ও বাঁদীটার উপর আপনার নজর প'ড়ল না কেন? ওটাতো ছুঁড়ী হয়েই গেছে।

কেল্লা। ওটা কেমন ছেমোচাপা। আর ওর চেহারায় এমন একটা কি আছে, ওর দিকে কু-নজরে চাইতেই প্রাণ চায় না। ও ছোঁড়াটা কিন্তু আমার দিকে আড়ে আড়ে চায় আর ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসে। আমি লক্ষ্য করেছি, ওটার নজর খারাপ।

তাবেজ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোঁড়া সাজলে কি হবে? চোখের যে মার, তাতো আর লুকোবার যো নেই? ঘোড়ায় চ'ড়ে তরোয়াল ধরলে কি হয়—ঐ বাঁকা চোখে চেয়েই যে সর্ব্বনাশ করে! নিজেরাও ধরা পড়ে, আর সত্যিকার পুরুষগুলোর মাথা খায়।

কেল্লা। ঠিক ব'লেছিস, বলিহারি তোর বুদ্ধি! ঐ ছোঁড়াটার চাউনি দেখেই তো আমি বুঝেছি যে ওর সাতপুরুষে কেউ ছোঁড়া নয়।

তাবেজ। আজ্ঞে না; ওর বাপ, ঠাকুরদা, চাচা, ফুফু, নানা—কেউ ছোঁড়া ছিল না। আপনি ঠিক ঠাউরেছেন।

কেল্লা। দেখ্, তুই ভাল ক'রে খবর নে। কোন রকমে যদি ওর সঙ্গে আমার সাদী দিতে পারিস—গোলাম আছিস—আমি তোকে খোলসা দেব।

তাবেজ। খোলসা দেবেন? বলেন কি? আমি শিক্‌লি কাটা পাখী হ'য়ে উড়ে উড়ে বেড়াব?

কেল্লা। উড়ে উড়ে বেড়াবি কেন রে বেটা, উড়ে উড়ে বেড়াবি কেন? আমি তোকে এমন বখশিস করব যে, দেশে গিয়ে, বিয়ে ক'রে, চাষবাস ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবি।

তাবেজ। আজ্ঞে, চাষবাস ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি, কিন্তু বিয়ে ক'রে সুখে থাকব,—আপনি চার চারবার বিয়ে ক'রে, ঠেকে শিখে, এমন কথা বল্লেন?

কেল্লা। দেখ্, রাজকুমারী এখনি এদিকে আসবে। আমাকে দেখলেই 'দাদাজী' 'দাদাজী' ব'লে ঠাট্টা করে; আমি চল্লুম; এখানে আজ উৎসব,—এখন সব মন্দিরে আছে—আমিও সেইদিকে যাচ্ছি। তুই একটু আড়ে আবডালে থেকে যা। ছোঁড়াটা এলে ভাল ক'রে খবর নিস্। আমি প্রমাণ চাই। দেখিস্—ছোঁড়া কি ছুঁড়ী।

তাবেজ। আজ্ঞে, প্রমাণের ভারটা আপনি নিলেই ভাল হ'ত।

কেল্লা। আরে নারে বেটা, না; প্রথম ধাক্কাটা তো তোর উপর দিয়েই হ'য়ে যাক, তার পর দেখা যাবে। [প্রস্থান।

তাবেজ। এমন বুড়োওতো কখনো দেখিনি! চার চারবার বিয়ে ক'রেছেন, তাতেও মেহন্নত পোষায় নি! কে এক বেটা লড়াইয়ে বন্দী হ'য়ে এল, বেটা সত্যি ছুঁড়ী কিনা ঠিক নেই—তারি প্রেমে লাট খাচ্ছেন! আমার কি? যখন পেশা চাকরী, তখন তো আর 'না' বলবার যো নেই! দেখি একবার চেষ্টা ক'রে। আহা! যদি সত্যি ছেড়ে দেয়—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে, একবার দেশের মাটীতে ব'সে, দেশের আকাশ পানে চাই। কিন্তু গোলামের বরাতে কি তা হবে?

[গীত]

ছার কপালে সইবে কি অত?
আমি বাজিয়ে বগল দেশে যাব, ক'রব যা-তা মনের মতন ॥
দেশ যে আমার—আমার মাটি,
কোথায় পাব তেমন মা-টী,
বুক জুড়োনো বুকটী পেতে,
ছড়িয়ে ফসল ক্ষেতে ক্ষেতে—
নদীর জলে চোখের ধারা কেঁদে আমায় ডাক্‌ছে কত!
ধানের শীষে লহর উঠে,
মায়ের আমার আঁচল লুটে;
পূজতে মায়ের রাঙা চরণ,
ফুল ফোটে যে নানান বরণ—
যদি বাঁধন টুটে, যাই গো ছুটে, ভুলি জ্বালা জ্বলছি যত ॥

ঐ যে রাজকুমারী আর সেই বাঁদীটা এইদিকেই আসছে। সে বেটার-ছেলেতো সঙ্গে নেই! মন্দিরের দিকটা উঁকি মেরে

যাই। বাবা, এমন বদ্‌খৎ মনিবের চাকরী করার চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল !

[প্রস্থান।

আর্ভিয়ার সহচরীগণের প্রবেশ

১ম সহ। সত্যি সই, আজ আনন্দের দিনই বটে ! রাজকুমারী ছেলেবেলা থেকেই সেনাপতিকে ভাল বাসতেন ; সেনাপতিরও রাজকুমারীর উপর সমান টান ; সম্রাট্ তু'জনের বে দিতেও সম্মত হয়েছেন। কথাটা শুনে পর্য্যন্ত আমার তো খালি গান গাইতে ইচ্ছে কচ্ছে। যে যাকে ভালবাসে, সে যদি তাকে এমনি ক'রে পায়, তাহলে এ তুনিয়ার চেহারা বদলে যায় !

২য় সহ। দেখিস্, তা ব'লে তুই যেন বদলাস্‌নি।

১ম সহ। বদলাব না ? হর্‌ঘড়ি বদলাব। আমরা তো বদলাবার জন্যেই আছি। রাজকুমারীর সুখে বদলাব, তুঃখে বদলাব, প্রণয়ে বদলাব, অপ্রণয়ে বদলাব। চল্, এখনি বদ্‌লে গিয়ে মন্দিরে পূজো দেখিগে।

[গীত]

রূপসী রূপ-পিয়াসী

ধরি রূপ মনের মতন।

দিইনে ধরা যারে তারে,

পোষ মানি তার যে জানে যতন ॥

থাকে বাঁধা আঁখির ফাঁদে,

বুকে রাখি হৃদয় চাঁদে,

প্রাণ দিয়ে যে মান রাখে সই—

সেই তো লো এই বুকের রতন ॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া আর্ভিয়া ও বন্দিনীর প্রবেশ

আর্ভিয়া। সত্যি বলছি ভাই, তুমি যাই বল, আমি তোমায় না হাসিয়ে ছাড়ব না। নারী তো? নারীর কাছে তোমার নারীর প্রাণ ধরা দেবে না? আমি যে ভাই তোমায় ভালবেসে ফেলেছি; আমি তো তোমার শুক্‌নো মুখ দেখতে পারব না!

বন্দিনী। আপনার অনুগ্রহ।

আর্ভিয়া। আবার 'আপনার'? এ কদিনেও তোমায় ঠিক ক'রতে পারলুম না? যুদ্ধে তো কতলোক এমন বন্দী হয়ে আসে; কিন্তু তারা দু'দিন বাদে কেমন হাসে, গল্প করে, গান গায়।

বন্দিনী। তারা ভাগ্যবতী। (স্বগত) তারা, আর আমি! এরা জানে না যে আমি সিরিয়ার রাজকন্যা—আজ অধম বাঁদী!

আর্ভিয়া। আবার চোখ ছল্‌ছল্? আজ উৎসব!—আমরা যে সিরিয়া জয় করেছি, তারই বিজয়োৎসব! উৎসবে মত্ত নরনারী এখনি এ রাজপ্রাসাদে আসবে। তুমি যেমন কোমল-চিত্ত, এ দৃশ্য বোধ হয় তুমি সহ্য ক'রতে পারবে না। এ্যামস্ এ যুদ্ধ জয় করেছে। আজ প্রধান পুরোহিত তার গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দেবেন। যতক্ষণ উৎসব শেষ না হয়, তুমি বরং তোমার ঘরে বিশ্রাম করগে। মনে কোরো না আমি তোমার দুঃখ বুঝি না; কিন্তু কি করবে? উপায় তো নেই।

বন্দিনী। না, আমি আপনার কাছেই থাকব।

আর্ভিয়া। বেশ, আমিও তো তাই চাই; থাক। মিশরের রণজয়-উৎসব কেমন, দেখ।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজকুমারি, সম্রাট্ আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি আইসিসের মন্দিরে আছেন।

আর্ভিয়া। বাবা ডাকছেন? আমি এখনি যাচ্ছি।—তুমি ভাই এইখানেই অপেক্ষা কর, আমরা এখনি ফিরে আস্‌ব।

[আর্ভিয়া ও পরিচারিকার প্রস্থান।

বন্দিনী। এ্যামস্ আমার পিতৃশত্রু; আমাদের স্বাধীন দেশকে পরাধীন করেছে; আজ আমি তার বন্দিনী। পিতা তারই কাছে পরাজিত হয়ে কোথায় যে আছেন কিছুই জানি না। কিন্তু এ কি আমার মনের গতি? সেনাপতিকে শত্রু ব'লে মনে হয় না কেন? আমি কি তাকে ভালবাসি? না—না;—যে আমার দেশের শত্রু, আমার জাতির শত্রু, আমার পিতৃবৈরী—তাকে ভালবাসব আমি? সিরিয়ার রাজকন্যা—আমি?

[গীত]

হা—হা! মনোব্যথা কহি কাহারে!
রবি শশী তারা, আজি জ্যোতিহারা,
আমার ভুবনে ম'রে গেছে সব
ডুবেছে সকলি অকূল পাথারে॥
সে যে এসেছে দলিয়া চরণে,
পীড়িতা আমার জনমভূমি—
আমি কি সঁপিব তাহারে এ প্রাণ
লুটিব ধরায় তার চরণ চুমি'?
কে আছ আমার?—বলে দাও পথ,
বিপথে চ'লেছি আধারে!

[নাহের ধীরে ধীরে আসিয়া বন্দিনীর পশ্চাতে দাঁড়াইল]

বন্দিনী। কে? নাহের?

নাহের। কি কল্লে বল দেখি? আমার গলায় দড়ী দিয়ে মরতে ইচ্ছে কচ্ছে! এমন ক'রেও ধরা দেয়?

বন্দিনী। কি ক'রব—অদৃষ্ট! যুদ্ধে হার হ'ল, ধরা পড়লুম।

নাহের। সে ধরা-পড়ার কথা আমি বলিনি। লড়াই করতে গেলে অমন ধরতেও হয়, ধরা পড়তেও হয়। কিন্তু মেয়েমানুষ ব'লে ধরা দিলে কেন? ছিল পুরুষের বেশ, বন্দী করেছিল,—সকলকে যেমন কারাগারে রাখে, আমাদেরও তেমনি রাখত? এ যে নাক কাটার উপর পয়জার, দুই-ই হ'ল! ধরাও পড়লুম, চিনেও ফেল্লে?

বন্দিনী। রাজকুমারী অতি চতুরা। ছদ্মবেশে পুরুষকে ঠকানো যায়, কিন্তু নারীকে ঠকানো সব সময়ে সোজা নয়। রাজকুমারীই তো প্রথম সন্দেহ করে ধরে ফেল্লে যে আমিও নারী, তুইও নারী।

নাহের। উঁ—হু! আমার মনে হয়, ঠিক তার উল্‌টো। সেনাপতিটা দেখতে ভিদ্‌ভিদে, কিন্তু বড় চালাক। তারি মনে বোধ হয় প্রথম সন্দেহ হয় যে, আমরা পুরুষ নই, নারী। নইলে আমাদের সঙ্গে আরও তো সব বন্দী ছিল, তাদের রাখলে কয়েদখানায়, আর আমাদের নিয়ে এসে খাড়া কল্লে রাজকুমারীর সামনে! কেন? তার পর সেইতো রাজকুমারীর কাণে কাণে কি বল্লে—রাজকুমারী আমাদের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসলে। তারপরে—এই হাড়ীর হাল! ছদ্মবেশ ঘুচে আসল রূপ বেরিয়ে প'ড়ল, ঠাঁই হ'ল একেবারে অন্দরমহলে, পেশা হ'ল রাজকুমারীর

সহচরী! এর চেয়ে যে গারদে বসে পাথর ভাঙা ছিল ভাল! আমি গলায় দড়ী দেব, কি বিষ খেয়ে ম'রব, কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি।

বন্দিনী। তাতে আমার দোষ হ'ল কি?

নাহের। তোমার দোষ নয়? মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মত থাকলেই হ'ত? তা নয়—কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে, এলেন বাপের সঙ্গে, লড়াই করতে!

বন্দিনী। ছেলেবেলা থেকেই তো এই পুরুষ সেজে বাবার সঙ্গে শীকারে যেতুম। পুরুষের মত ঘোড়ায় চ'ড়তে, তরোয়াল খেলতে—সবই তো বাপের কাছেই শিখিছি। যুদ্ধে আসা? সেও তো এই প্রথম নয়। তবে আমার দোষ দিচ্ছিস্ কেন? তুই বরং আমার সঙ্গে ছদ্মবেশে পুরুষ সেজে যুদ্ধ ক'রতে না এলেই পারতিস?

নাহের। তোমার দোষ দিচ্ছি কেন? দেব না? ছদ্মবেশে সবই গোপন করেছিলে, কিন্তু আমার মনে হয় চোখের চাউনী ঠিক লুকোতে পারনি। ষোল বছরের ছেলের চাওয়া, আর ষোল বছরের মেয়ের চাওয়া—তফাৎ ঢের! তোমার চাউনী দেখেই সেনা-পতির সন্দেহ হয়, রাজকুমারীকে বলে; তারপর, যে কাজের যা সাজা। চোরের শাস্তি এই রকমই হয়ে থাকে।

বন্দিনী। কিন্তু তোর? তুইও তো আমার সঙ্গে ধরা পড়েছিস, তোর চোখও তো নারীর চোখ? তবে একা আমার দোষ দিচ্ছিস কেন?

নাহের। উঁ—হু! এ কথা আমি মোটেই স্বীকার করিনি। আমি ধরা পড়েছি চোখের দোষে নয়, সঙ্গ-দোষে। তোমার চোখের ঐ

কাল তারার পেছনে এমন একটা যাদু আছে, যার পানে চাইলেই পুরুষের চোখের সামনে খালি সরষে ফুল ফুটতে থাকে, আমাদের দাসী বাঁদীর শুক্‌নো চোখে তো আর তা নেই! এ চোখ পদ্মের পাপড়ীর মতও নয়, এতে খঞ্জনও নাচে না, আর পুঁটীমাছও ফর্‌ফর্‌ করে না। এ যেন বালির ক্ষেতে কাঁটার ফসল; এর দৃষ্টিপথে পড়লে প্যাঁটপ্যাঁট ক'রে কাঁটাই ফুটবে! ও বিষয়ে আমায় দোষ দেবার যো নেই। তোমার মত কাঁচা চোরের সঙ্গে থেকেই আমিও মাঠে মারা গেলুম, ধরা পড়লুম।

বন্দিনী। ধরা পড়্‌লি তো এখনও এ ছদ্মবেশ ত্যাগ করলিনি কেন?

নাহের। চোর একবার ধরা পড়লেই কি আবার চুরী করতে ছাড়ে? তারপর দেখছি, পরের দেশে, বিশেষ ক'রে এই শত্রুর পুরীতে, নারীরূপে রাজকুমারীর জন্যে মালা গাঁথার চেয়ে, পুরুষ সেজে মালা হাতে ক'রে পথে পথে ভিক্ষে করা ভাল। পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার সুবিধে হয়, দেশটা কেমন চেনা যায়। এখানে হয় রাজকুমারী, না হয় সেনাপতি, দু'চার জনে জানে যে আমি আসলে কি; কিন্তু বাইরে আর কেউ তো সে খবর রাখে না। তারা মনে ভাবে, রাজকুমারীর আর পাঁচজন যেমন চাকর আছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন। আর, স্বয়ং রাজকুমারীর যখন এতে আপত্তি নেই, তখন আমিই বা এই অনেকদিনের অভ্যেসটা হঠাৎ ছাড়ি কেন?

বন্দিনী। এই রাজকুমারী বড় ভাল, বড় সরল। কেন জানিনা, বোনের মতই সে আমাদের ভালবাসে; আমাদের সঙ্গে বন্দীর মত ব্যাভার করে না।

নাহের। সেইটে আমার সব চেয়ে কষ্ট। বন্দীর এ যত্ন ভালবাসা পাওয়ার চেয়ে কারাগারে ব'সে পাথর ভাঙ্গায় সুখ ছিল। যার যা। এই দেখ দেখি, আমাদের দেশ জয় করেছে, সেইজন্যে আজ এদের উৎসব; এই উৎসব আমাদের দাঁড়িয়ে দেখতে হবে! আমাদের লাথি মেরেছে, সেই আমোদে আতসবাজী পোড়াবে; আর আমাদের, তাদের পাশে বসেই সেই আতস-বাজীর আলোয় এই ঝলসানো মুখ সমারোহ ক'রে দশজনকে দেখাতে হবে! তাদেরই আদর-ক'রে-দেওয়া বিরানী কাবাব খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে হবে! উঃ! পরাধীনতা যে এত তেতো, তা কখনো জানিনি।

বন্দিনী। মুক্তিরও তো কোন উপায় নেই।

নাহের। পথে পথে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, মন্দিরে মন্দিরে পূজো দিচ্ছে—আর সিরিয়ার মেয়ে হয়ে আমরা তাই দেখছি! এদের গান, এদের বাজনা, এদের কলরব—সব যেন একসঙ্গে ব্যঙ্গ ক'রে আমাদের ব'লছে—আমরা মানুষ হ'য়েও মানুষ নই—জানোয়ারেরও অধম! উট্ গাড়ী টানে, তার মনিব আদর ক'রে তার গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেয়; আমার মনে হয়, গাড়োয়ানের চাবুকে তার পিঠটাই জ্বালা করে, কিন্তু এই আদর-ক'রে-পরাণো ঘণ্টার শব্দ তার প্রাণটাকে জ্বালিয়ে দেয়।

বন্দিনী। (স্বগতঃ) নাহের ঠিকই বলেছে; কিন্তু আমি কি সিরিয়ার নামে কলঙ্ক দেব?

[দূরে উৎসবমত্ত নরনারীগণের সঙ্গীতধ্বনি ও কোলাহল]

নাহের। বোধ হয় সকলে এইদিকেই আসবে?

বন্দিনী। হাঁ, রাজকুমারী সেইকথাই ব'লে গেল। আজ ওদের সেনাপতিকে সকলে বিজয়মাল্য পরিয়ে দেবে।

নাহের। কাপুরুষ!

বন্দিনী। না না, কাপুরুষ নয়; খুব বীর না হ'লে আমার পিতাকে পরাস্ত করতে পারে? আমাদের বন্দী করে আনতে পারে?

নাহের। সেইজন্যই তো বলছি। কাপুরুষ না হলেও সয়তান তো বটে?

বন্দিনী। সে আমাদের কাছে, কিন্তু এ দেশের লোকের কাছে?

নাহের। এ দেশের লোককে আমি লোক ব'লেই ধরি না; যারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, তারা দস্যু! কি প্রয়োজন ছিল এদের, আমাদের সঙ্গে শুধু শুধু লড়াই করা?

বন্দিনী। কিন্তু নাহের, এদের সেনাপতি বীর।

নাহের। তুমি এই কথা বলছ? তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি সিরিয়ার রাজকন্যা?

বন্দিনী। কিছুই ভুলিনি নাহের, তবু যে বীর, তাকে বীর ব'লব না কেন?

নাহের। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই তুমি নিজেকে লুকোতে পারনি; তাই তুমি এ কথা বলছ। মনে ক'রে দেখ দেখি, আমাদের কি সামনা-সামনি লড়াই ক'রে হারিয়েছে? অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ আমাদের শিবির আক্রমণ করলে; ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের মিলিত করবার জন্য রাজা সেই অন্ধকারেই শিবির ছেড়ে বেরোলেন, তার পর আর তাঁর সন্ধান পেলুম না—আমরা ধরা পড়লুম, বন্দী হয়ে এখানে এসে বেঁচে রইলুম। আমার কাছে এরা চোর!—ঐ সব এসে পড়ল! কি বিপদ—এখানে থাকতেই হবে!

বন্দিনী। (স্বগতঃ) সত্যই কি আমার মাথা খারাপ হয়েছে? ঐ সেনাপতি না? কি সুন্দর! কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করি; ও আমার পিতৃশত্রু!

উৎসবমত্ত নরনারীগণের প্রবেশ

[গীত]

সমবেত। মত্ত আজি নগরবাসী মত্ত আজি বীর-প্রাণ।
জয় জননী জন্মভূমি—মত্ত প্রাণে তোলহ তান॥

স্ত্রীগণ। ফেনিল নীল উঠিছে মাতিয়া,
পবন হুঙ্কারি' ছুটিছে গর্জ্জিয়া,
অবনী অম্বর উঠিছে কাঁপিয়া,
উড়িছে সঘনে বিজয়-নিশান।

সমবেত। মত্ত আজি নগরবাসী ইত্যাদি—

স্ত্রীগণ। বাজাও দুন্দুভি বাজাও ঢোল,
দামামা দগড়ায় উঠুক রোল,
পরাজিত অরি লুকায়ে আঁধারে,
গর্ব্ব তাদের হয়েছে ম্লান॥

সমবেত। মত্ত আজি নগরবাসী ইত্যাদি—

স্ত্রীগণ। রণদেবতার পদে দাও হে অর্ঘ্য,
মর্ত্তে নামিয়া এসেছে স্বর্গ,
নরত্ব আজি মিশেছে দেবত্বে,
বীরত্ব জেগেছে বাড়াতে মান।

সমবেত। মত্ত আজি নগরবাসি ইত্যাদি—

[গীতান্তে মিশরের সম্রাট্, থুত্মসিস্ ও তাঁহার কন্যা আর্ভিয়া, সেনাপতি, এ্যামসিস, পুরোহিত, সভাসদ্ এবং নাগরিকগণের পর্য্যায়ক্রমে প্রবেশ]

সম্রাট্। এই যে আনন্দ উৎসব, এ্যামস্, এর জন্য মিশরের সকলেই তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। তোমার বীরত্বে সিরিয়ার মিতানি-রাজা

পরাজিত। তোমার এ শৌর্য্যের পুরস্কার—শুধু সঙ্গীতে নয়, উৎসবে নয়—আমি এমন ভাবে দেব, যা বোধ হয় তুমি এখনো পর্য্যন্ত কল্পনাও করনি। আমি অপুত্রক; আমার ক আর্ভিয়াই মিশর-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। আজ এই বিজয়োৎসবের দিনে—

ত্রস্তপদে দূতের প্রবেশ

দূত। সম্রাট্!

সম্রাট্। কে বাধা দিলে?

দূত। সম্রাট্! সিরিয়ার রাজা জালুর সীমান্ত-দুর্গ আক্রমণ করেছে।

[সমস্ত পুরুষ একসঙ্গে তরবারি খুলিল; বন্দিনী সকলের অলক্ষ্যে একদৃষ্টে সেনাপতির দিকে চাহিয়াছিল, সে চমকিয়া উঠিল; নাহের আনন্দে করতালি দিতে গিয়া নিরস্ত হইল; আর্ভিয়া সম্রাটের প্রস্তাবে হর্ষোৎফুল্ল-দৃষ্টিতে সেনাপতি এ্যামসের প্রতি কটাক্ষ করিতেছিল—সে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ বিচলিত হইল।]

সম্রাট্। সত্য?

এ্যামস্। এত সত্বর সৈন্য সংগ্রহ ক'রে মিতানির রাজা জালু দুর্গ আক্রমণ ক'রলে?

দূত। সত্য, সম্রাট্! গুপ্তচর এইমাত্র সংবাদ এনেছে। বিচ্ছিন্ন সিরিয়ার সকল রাজাই এবারে একত্রে মিলিত হ'য়ে আমাদের সীমান্ত-দুর্গ অবরোধ করেছে।

সম্রাট্। কোন চিন্তা নাই ; মিশরের তরবারির ধার এখানো তেমনি তীক্ষ্ণ আছে !

্যামস্। আর সে তরবারির পিপাসাও এখনো মেটেনি !

র্ভিয়া। পিতা, এবারে কে সেনাপতি হবেন ?

ট্। দেখি মা, দেবতার কি ইচ্ছা।

সম ্াহিত। সম্রাট্, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি দেবতার প্রত্যাদেশ নিয়ে আসি।

স্ত্রীগ•। যান্ ; প্রয়োজন হ'লে আমিও এখনো তরবারি ধরতে পারি।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

।। সম্রাট্ ! যদি অনুমতি করেন, আমিও প্রস্তুত।

.ষদ্। এ্যামস্ একবার মিশরের সম্মান রক্ষা করেছে, এ যুদ্ধেও তিনি সেনাপতি হ'লে আমরা সকলেই সুখী হব।

সম্রাট্। আমারও সেই ইচ্ছা।

(পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

পুরো। দেবতার ইচ্ছাও অন্যরূপ নয়।

এ্যামস্। (নতজানু হইয়া গর্ব্বোৎফুল্লভাবে) দেবতার আদেশ—মিশরের ফ্যারাওর আদেশ—আমি সসম্মানে মাথা পেতে নিলেম। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি শত্রুসংহার ক'রে মিশরের গর্ব্ব রক্ষা ক'রতে পারি।

সম্রাট্। স্রোত ভিন্নমুখে গেল।—তা যাক্ ; আমিও এই দেবতা সাক্ষী করে বলছি, তুমি যুদ্ধজয় করে ফিরে এলে আমি যেন আমার বাঞ্ছনীয় কাজ ক'রতে সমর্থ হই !

পুরো। আসুন সম্রাট্, আমরা সকলে মিশরের এই বিজয়ী বীরকে উচ্চ কার্য্যে কিছুদিনের জন্য বিদায় দিই।

সম্রাট্। মিশরের যোদ্ধৃগণ! প্রস্তুত হও; রণদেবতার আহ্বান সম্মুখে! (আর্ভিয়ার প্রতি) মা, মিশরের এই বিজয়-নিশান তুমি আজ মিশরের এই বীরপুত্রের হাতে নিজে তুলে দাও।

আর্ভিয়া। (এ্যামসের প্রতি) যাও বীর—শতযুদ্ধ জয়ের সাক্ষী মিশরের এই বিজয়-নিশান—এর সম্মান রক্ষার ভার তোমার!

[রাজকুমারীর হস্ত হইতে এ্যামস্ রাজপতাকা গ্রহণ করিলেন, অমনি সকলে গাহিয়া উঠিল—]

[সমবেত সঙ্গীত]

সমবেত। ঝন রণ ঝন্, ঝন রণ ঝন্—
খোল খোল তরবার।
রণদেবতার ভেরী উঠেছে বাজিয়া,
দড়বড়ি চল আসোয়ার!

রমণীগণ। ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস,
করি' রণজয়,—
অরাতি-গর্ব্ব করিয়া খর্ব্ব,
দর্প তাদের করিয়া ক্ষয়!

সমবেত। ঝন রণ ঝন্ ইত্যাদি—

আর্ভিয়া। যশের মুকুট পরিয়া শিরে,
সংহারি' অরি এসগো ফিরে,

রমণীগণ। দেবতার বরে হওগো বিজয়ী—
ঘুচুক সংশয়, ঘুচুক ভয়!

সমবেত। ঝন রণ ঝন্ ইত্যাদি—

আর্ভিয়া। হে বীর! তোমার পতাকা তলে,
মিলিছে সকলে দলে দলে দলে,
দুলুক্ দুলুক্ জয়মালা গলে,

রমণীগণ। মা যে ডেকেছে মায়ের তনয়!

সমবেত। ঝন রণ ঝন্ ইত্যাদি—

বন্দিনী। (একান্তে) কাঁদি কাঁদি—মন বাঁধি,
বাঁদী যাচে করুণা ওগো দয়াময় !

সমবেত। ঝন রণ ঝন্ ইত্যাদি—

[সকলে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল ; সম্রাট ও পুরোহিত তাহাদের অনুসরণ করিলেন ; যাইতে যাইতে বন্দিনীর প্রতি এ্যামস্ চাহিলেন ; উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ ; আর্ভিয়া তাহা দেখিয়া ঈর্ষাদীপ্ত নয়নে বন্দিনীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বন্দিনী—"ভগবান্ !" এই কথা বলিয়া মূচ্ছিতা হইল। নাহের তাহার মস্তক নিজের ক্রোড়ে লইয়া বলিয়া উঠিল—]

নাহের। এ মূর্চ্ছা—না মৃত্যু ?
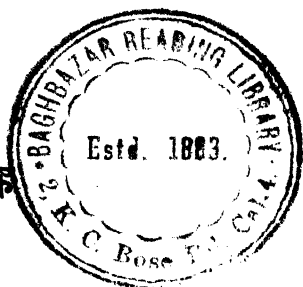
দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিশরের সীমান্ত প্রদেশস্থ রাজপ্রাসাদ।

আর্ভিয়ার সজ্জিত কক্ষ।

[বাঁদীগণ আর্ভিয়াকে ফুলের সাজে সাজাইতেছিল।
তিনি একখানি কোচের উপর বসিয়াছিলেন।
সুগন্ধি দ্রব্যাদি ধূপদানে পুড়িতেছিল।
একজন বাঁদী বড় পাখা লইয়া
তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল।]

[বাঁদীগণের গীত]

কমলের মালা দোলাব গলে,
গোলাপে গাঁথা মুকুটখানি।
ফোটা ফুল কত লোটাবে চরণে
ঝুনুরুনু ঝুণ্ শোনাবে ঘুঙুর
কত অফুট প্রণয় বাণী॥
রণজয় করি, আসিতেছে ফিরি
বিজয়ী বীর মিশরের।
বাঁধগো কুন্তল, চল ওলো চল,
সে যে সখা কিশোরের।
যদি চাহে প্রেম, দাও অকপটে,
মুরতি যে তার মানসপটে!

(আজি) হাসিতে বাঁশীতে, আঁখিতে বাণীতে
উঠুক গগনে তাহারি গান-ই ॥
সে যে মিসরের বিজয়ী বীর,
আনত করেছে শত্রুশির,—
বন্দিতে তারে চলিছে সকলে
অলখে হাসিছে প্রণয়-রাণী ।
তুমি উজ্জ্বল কর বিজয় তার—
ভালবেসে পরাজয় মানি' ॥

আর্ভিয়া। তোরা যা। প্রস্তুত হ'গে। আমি যাচ্ছি।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

আমার চক্ষু কি আমায় প্রতারিত করলে? না না, আমি ঠিক দেখেছি, বাঁদীর চক্ষে যেন তীব্র আকাঙ্ক্ষা উছ্‌লে পড়ছিল। সে আপন-ভোলা চাউনি কি অর্থহীন? কখনো না! সে এ্যামস্‌কে ভালবাসে—আমি তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট পড়েছি। স্পর্দ্ধা এই বাঁদীর—সে সাহস করে আমার সামনে এ্যামস্‌কে কটাক্ষের ফাঁদে বাঁধতে? সেইতো বন্দী ক'রে ওকে এখানে এনেছে। ছদ্মবেশে এসেছিল; তারই প্রথম সন্দেহ হয় যে ও নারী। তারই বা সে সন্দেহ হয়েছিল কেন? এ্যামস্‌ও কি তাকে ভালবাসে? না না, সে এত নীচ হবে না যে, একটা সামান্য দাসীকে ভালবাসবে! ছি ছি, আমি নিজেকে এত হীন ক'রে ফেলেছি যে, এ সন্দেহও আমার মনে ওঠে? আমি তাকে ভালবাসি, সেকি আমার এতদিনের ব্যবহারেও তা বুঝ্‌তে পারে নি?

[গীত]

শত চুম্বনে ঘেরে, রাখিব তোমারে
আদরে যতনে নয়ন-নিধি।
বাহুর নিগড়ে, মরম মাঝারে
রাখিব লুকায়ে,
তোমা ধনে যদি মিলায়েছে বিধি॥

ঐ আসছে।—এস, তোমারি জন্য অপেক্ষা করছিলেম।

বন্দিনীর প্রবেশ

বন্দিনী। আজ সৈন্যেরা সব ফিরে আসছে?

আর্ভিয়া। হাঁ। তোমার পক্ষে অতি নিষ্ঠুর সংবাদ। এ যুদ্ধেও সিরিয়ার পরাজয় হয়েছে।

বন্দিনী। ভাগ্য!

আর্ভিয়া। জয় পরাজয় যুদ্ধের অঙ্গ। যারা পরাজিত হয়—তারা কাঁদে, মাটীতে মুখ লুকোয়; যারা জেতে—তারা উৎসব করে। ভাগ্যের এ পরিহাস অতি তীব্র!

বন্দিনী। (স্বগতঃ) সেনাপতি বীর বটে! দু' দু'বার আমাদের পরাজিত করেছে। কিন্তু এ যুদ্ধে আমার পিতার কি হ'ল তা বুঝতে পাচ্ছিনি। তিনি কি বেঁচে আছেন? কে জানে! আর কি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে? (কাঁদিয়া ফেলিল)

আর্ভিয়া। তুমি কাঁদছ? কাঁদাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। (স্বগতঃ) আমাকে জানতে হবে, সত্য তুমি তাকে ভালবাস কি না। যতক্ষণ না জানতে পাচ্ছি, এ বিজয়োৎসব আমার মরণোৎসব ব'লে মনে হচ্ছে। বিজয়ী এ্যামস্ আসছে—সে অন্যের হবে?—এই বাঁদীর? অসম্ভব!

বন্দিনী। সেনাপতি—

আর্ভিয়া। হাঁ, সেই কথাই ব'লব। সেনাপতি? বড় বীর—না?

বন্দিনী। হাঁ।

আর্ভিয়া। আর দেখতে অতি সুন্দর—কেমন?

বন্দিনী। আমি বাঁদী—আমার এ চোখতো সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য নয়; আমি আপনার আজ্ঞা পালন ক'রব।

আর্ভিয়া। তুমি অতি বিনয়ী, বড় মিষ্টি তোমার স্বভাব, এই জন্যই তোমায় আমি ভালবাসি। বন্দিনী হ'লেও তোমায় বোনের মতই দেখি। তুমি তা বুঝতে পার?

বন্দিনী। বাঁদী হলেও বাঁদীর প্রাণ—প্রাণ। তার হাত পা চোখ পরের আদেশ পালন করবার জন্য, কিন্তু তার প্রাণ সত্যিকার ভালবাসা বুঝতে পারে।

আর্ভিয়া। হাঁ, সে পরিচয়ও পেয়েছি। তোমার প্রাণ ভালবাসার মর্ম্ম বোঝে,—সে ভালবাসে, ভালবাসাতে চায়,—না?

বন্দিনী। তাতো জানি না।

আর্ভিয়া। (স্বগতঃ) অতি চতুরা! (প্রকাশ্যে কৃত্রিম স্বরে) আজ মিশরের বিজয়োৎসব বটে, কিন্তু এ উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়েছে। মিশরীরা রণজয় করেছে সত্য; কিন্তু যে অমূল্য জীবনের বিনিময়ে তারা এ জয় ক্রয় করেছে, তা ভুলতে তাদের অনেকদিন লাগবে।

বন্দিনী। (অতি ব্যস্তভাবে) কেন? কেন?

আর্ভিয়া। ভাগ্য শুধু নিষ্ঠুর নয়, চিরদিনই অবিশ্বাসী। মিশর যুদ্ধ জয় করেছে; কিন্তু এ যুদ্ধে তারা তাদের প্রিয় সেনাপতি এ্যামস্‌কে হারিয়েছে। এ্যামস্ মৃত!

বন্দিনী। না—না—মৃত ?—ওঃ ভগবান্ !

আর্ভিয়া। কাঁদ’—কাঁদ’, উচ্চরোলে আকাশের স্তম্ভ ভেঙে ফেল’ ! তোমার চোখে ধারার উপর ধারা প’ড়ছে,—অগ্নির অক্ষরে লেখা—“ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি !” আর লুকোবে ? সাধ্য কি ? বাঁদী !—না না—তোমায় হত্যা ক’রব না, কারাগারে দেব না, এ উন্নত শিরের কুসুম-মুকুট কখনো ধূলায় লুটোবে না। আমি কি এত হীন, এত নীচ, এমনি বর্ব্বর ? না না—তুমি বেঁচে থাক্ ;—দাসী—বাঁদী—করযোড়ে আজ্ঞা পালন করবে,—দেখবে, এই ফুলের মালা তার বুকে ; এই বাহু দিয়ে তার গলায় সোহাগের বাঁধন !—স্পর্দ্ধা এই কুক্কুরীর, ঐ ঘৃণিত হাত দিয়ে আকাশের চাঁদকে ধরতে চায় ? সে মরেনি—বাঁদীর প্রাণ যাকে ভালবাসে, সে বেঁচে আছে—কিন্তু সে শুধু তোমারি লাঞ্ছনা বাড়াতে !

বন্দিনী। (স্বগতঃ) ভগবান্ ! তোমার নাম জয়যুক্ত হ’ক্ ! সে বেঁচে থাকুক্, সে চিরজয়ী হোক্, সে তোমাকে চিরদিন ভালবাসুক্ ; আমি বাঁদী—তোমার সেবা ক’রব, তোমার আজ্ঞা পালন ক’রব। সে আমার জাতির শত্রু—আমার জীবনের শত্রু—সে আমার অভিশাপ !

আর্ভিয়া। তোমায় আমি ভালবাসতেম ; তোমার মলিন মুখ দেখে কাতর হয়েছিলেম, এখনো বোধ হয় তোমায় ভালবাসি। তাকে ভালবাস—এ কথা ভুলে যাও। সে পুরুষ-সিংহ—সিংহিনীর যোগ্য—শৃগালীর নয় ! সে তোমার নয়, তোমার হ’তে পারে না ! আজ ফুলের সাজ পরেছি কেন জান ? আজ আমাদের বিবাহের উৎসব ; আর সে উৎসবে বাসর সাজাবে

তুমি। এস, দেখবে এস, সেনাপতি তোমার নয়—আমার।

[প্রস্থান।

বন্দিনী। বুঝতে পাচ্ছিনি এ প্রাণ কি দিয়ে গড়া! আমার মত অভাগা এ পৃথিবীতে আর কেউ কখনো জন্মেছে কি? এ্যামসকে তাহ'লে তো সত্যই আমি ভালবাসি। এতদিন প্রাণের সঙ্গে ছলনা কচ্ছিলেম; কিন্তু আজ, সে নেই শুনে আমার ঘুমন্ত প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠলো কেন? কি দিয়ে গড়া এ প্রাণ? এ ছোট্ট বুকের ভিতর কি তরঙ্গ? এ পাষাণ ভাঙে না কেন? মাতৃহারা বালিকা,—পিতা—পিতা! তুমি মায়ের স্নেহ দিয়ে আমায় মানুষ ক'রেছ—আমি কি তার প্রতিদানে—ওঃ আমি নারী, না রাক্ষসী? আমায় কে যেন টানছে, না গিয়ে থাকতে পারব না। সে এই রাজকন্যাকে ভালবাসে; বাসুক্—আমার কি? আমি বাঁদী—আমি তাদের বাসর সাজাব। সিরিয়ার বিশ্বাসঘাতিনী নারী! সেই তোর উপযুক্ত শাস্তি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জালু-কেল্লা সম্মুখস্থ ময়দান

নাহের

নাহের। দুনিয়ার হালচাল তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। যার জন্যে এদের উৎসব, ঠিক তারই জন্যে আমাদের সর্ব্বনাশ। উঃ! মানুষের মত স্বার্থপর জন্তু বনেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের উৎসবের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। ঠিক শোধ নেওয়া হয়, যদি এদের এই উৎসব কান্নায় পরিণত করতে পারি। কিন্তু তার উপায়ও তো কিছু দেখছিনি। রাজকুমারীকে কি ফিরিয়ে দেশে নিয়ে যেতে পারব? রাজা দু' দু'বার পরাজিত হ'লেন। নাঃ—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পরের দেশে কেঁদেও তো ছাই সুখ নেই!

[গীত]

ঝ'রনা ঝ'রনা আঁখি করিলো বারণ—
অকারণ।
দরদী আছে বা কে, এ ব্যথা বুঝিবে যে,
গগনে মিলাবে শ্বাস, গহনে রোদন ॥
বুঝিনা মনের ভাষা,
কারে বলে ভালবাসা,
ভেঙ্গেছে আশার বাসা, পুড়িছে এ মন।
মরণ করিব সার,—
যদি না মান শাসন ॥

তাবেজের প্রবেশ

তাবেজ। তুমি বুঝি পালিয়ে এসে এখানে গান গাইছ ? আমায় চিনতে পারছ না ? সেই—মেমফিসে তোমার সঙ্গে দেখা ; তারপরই খবর গেল তোমাদের রাজা জালু আক্রমণ করেছেন। লড়াইয়ের ঢোল বেজে উঠ্‌ল, আমাকে এখানে আসতে হ'ল। আমি এই কেল্লাদারের চাকর কি না ? তার পর তোমরাতো রাজা আর রাজকুমারীর সঙ্গে এখানে এসে পড়েছ। বেশ হয়েছে ! তুমিও বান্দা, আমিও বান্দা, তু'জনে খুব গলাগলি ভাব করা যাবে—কি বল ?

নাহের। ক্ষতি কি ?

তাবেজ। (স্বগতঃ) তোর ক্ষতিবৃদ্ধি কি তা জানি নি, কিন্তু আমার লাভ আছে ; তবে সে "ছুঁড়ী" হ'লে, নইলে নয়। কিন্তু ছাই, কথাটা পাড়ি কি ক'রে ? কথাটা পেটে আছে, মুখে আসছে না।

নাহের। তোমার বাড়ী কোথায় ভাই ?

তাবেজ। আর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। বাড়ী ছিল আরবে,—কিন্তু এখন তো আর নেই !

নাহের। নেই ? কেন ?

তাবেজ। দুর ! তোর কোন বুদ্ধি নেই। গোলামের বুঝি বাড়ী থাকে ? আমায় যে কিনে এনেছে ; বান্দা—বান্দা ! তুই লড়ায়ে বন্দী হয়ে এসেছিস, আর আমায় পেটের দায়ে— মা হবে, কি বাপ হবে—কে জানে—তখন তো আর জ্ঞান হয়নি—কুকুর-ছানা কি বেড়াল-ছানার মত হাটে এসে বেচে গেছে।

নাহের। আহা!

তাবেজ। আরে রোস'; এর মধ্যেই আহা! নতুন কি না, এখনও 'আহাটা' 'উহুটা' আছে। কোন চিন্তা নেই, ও সব বালাই কিছু থাকবে না। 'আহা' 'উহু' গিয়ে কেবল দাঁত বার ক'রে 'হি—হি' ক'রে হাসতে হবে। মার খেলেও হাসি, পা টিপতেও হাসি, কাঠ কাট্‌তে জল তুলতেও হাসি—আবার গলায় দড়ি লাগিয়ে ফাঁসি দিলেও হাসি!

[গীত]

গোলামের সম্বল শুধু হাসি,—
ও সে দাঁত খিঁচিয়ে হাসি॥
চোখের জল শুকুতে হবে বুকের আগুনে,
পোষ মাসেতে ফুঁড়তে হবে ডুব,—
লেপ জড়াবে চোৎ কি ফাগুনে;
যখন ফুঁকবে শিঙ্গে, বলবে বাজে বাঁশী॥
(সা-নি-ধা-পা-মা-গা-রে-সা)
ক্ষিদে পেলে তুলবে ঢেকুর,
মনিবের চাটবে চরণ,—যেন ঘর-পোষা কুকুর,—
থাকবে না অসুখ-বিসুখ আরাম-বিরাম,
দেবে—তুড়ী শুনে তুড়ী-লাফ—যেন খোদার খাসি।
ও তোমার পোড়ার মুখের মধুর হাসি
হবে ন' বাসি॥

নাহের। তোমার অনেক গুণ, তুমি বেশ গাইতেও পার দেখছি।

তাবেজ। ঐ একটু আধটু সুর ভাঁজতে পারি বলেই তো বেঁচে আছি, নইলে এদ্দিন অক্কা হয়ে যেতুম। যে খামখেয়ালী মনিব, তার ঘড়িক্কে ঘোড়া ছোটে। এই দেখনা, এমন একটা কাজের

ভার দিয়েছে যে—দূর হোক্‌গে ছাই—প্রমাণ কি রাস্তায় পড়ে আছে ? বলে, 'প্রমাণ চাই' !

নাহের। কিসের প্রমাণ হে, কিসের প্রমাণ ?

তাবেজ। ব'লেই ফেলি—যা থাকে কুল-কপালে !

[দ্বৈত-গীত]

তাবেজ। বল্ দেখি তুই পুরুষ কি নারী ?
গড়নটা ঠিক ছোঁড়ার মতন
চোখ দুটো তোর রকমারি।

নাহের। যা যা যা দিক্ করিস্ নি স'রে যা,
যা আছি তা আমিই আছি
মাথা ব্যথা তোর কি তা ?

তাবেজ। আমার মনিব তোরে ভালবেসেছে,
দিন দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে
খোয়াব দেখেছে !

নাহের। এই ম'রেছে !—
কবর ফুঁড়ে কাল জিনি তার দফা সেরেছে।

তাবেজ। কথাটা নয়কো মিছে
রাখিস্‌নে গোলকধাঁধায়,
না ডোবাস্‌নি দরিয়ার বিচে ;

নাহের। তোর কি মনে হয় ?

তাবেজ। বলি, যদি দাও গো অভয় !—

নাহের। বল্‌না ?—
দেখি কেমন তোর বুদ্ধির জারি ?

তাবেজ। তুই দিনে ছোঁড়া রাতে ছুড়ী
কারসাজি তোর জবর ভারি ;
মজা লুটবি তোরা দু'জন
আমার মাশুল ঝকমারী !

উভয়ে। পীরিতের এমনি ধারা,
দু'চোখে বহায় ধারা,
দিন দুপুরে দেখায় তারা,
সমান লাভ জিনি হারি ॥

[গীতান্তে নেপথ্যে কেল্লাদার বহুবিধ গলার শব্দ করিতে লাগিল]

তাবেজ। এই খেলে মাথা ! বুড়োর আর তর সয় না, নিজেই আসছে।

নাহের। ঐ যে বুড়ো আসছে, ঐ তোমার মনিব বুঝি ?

তাবেজ। আমার মনিব—আর তোমার "হায়-হায়"।

নাহের। "হায়-হায়" কি ?

তাবেজ। পরে বলছি—তুমি এইখানে একটু আড়ালে দাঁড়াও, আগে আমি বুড়োকে তাড়াই।

[নাহেরের অন্তরালে গমন।

পূর্ব্ববৎ বিকৃত স্বর করিতে করিতে কেল্লাদারের প্রবেশ

তাবেজ। এ হে হে ! আমি সবে প্রমাণের যোগাড় করছি, আর অমনি আপনি গলা ঘড়ঘড় করতে করতে এসে পড়লেন,—একটু তর নেই ?

কেল্লা। এসে পড়িছি বাবা, এসে পড়িছি। তোরা গান গাচ্ছিলি, আমি আড়াল থেকে শুনে, আর থাকতে পাল্লুম না। আহা কি মিষ্টি গায়—যেন কোয়েল—কোয়েল !

তাবেজ। আজ্ঞে একেবারে 'কুউ' 'কুউ' !

কেল্লা। আহা! দাঁড়িয়ে আছে যেন—

তাবেজ। একেবারে কঞ্চী—কঞ্চী!

কেল্লা। হাঁরে কিছু অন্তরা ভাঙলে? কিছু বুঝতে পাল্লি?

তাবেজ। বুঝতে আপনি দিলেন কৈ? দেখছি আমার অদৃষ্টে আর মুক্তি নেই!

কেল্লা। তোর ছাড়পত্র লিখে রেখিছি বাবা—ছাড়পত্র লিখে রেখিছি। আজ বেজায় উৎসব, বেজায় আনন্দ! রাজা এরি মধ্যে প্রকাশ করে ফেলেছেন, সেনাপতির সঙ্গে রাজকুমারীর আজই বিয়ে দেবেন। ঐ সঙ্গে যদি আমার একটা গতি করতে পারিস—

তাবেজ। আজ্ঞে চার বার অগতি হয়ে গেছে—একে এক,—দুইয়ে দুই,—তিনে তিন,—

কেল্লা। তুই যে শট্‌কে গুণতে আরম্ভ কল্লি?

তাবেজ। আজ্ঞে, আপনার বয়েস হ'ল ষাট, শট্‌কের কোটায়—'চারে চার' ছাড়িয়ে সবে 'পাঁচে পাঁচ' সুরু কচ্ছেন। যদি বেঁচে থাকি, শট্‌কের শেষ কোটায় যে আমায় পৌঁছুতে হবে, তাতে আর ভুল নেই।

কেল্লা। আজই তোকে ছেড়ে দেব—বুঝলি—আজই।

তাবেজ। বেশ, আগে প্রমাণ পাই।

কেল্লা। নগরে আজ ভারি ধূম! লড়াইয়ে জিতে বন্দীদের নিয়ে সেনাপতি ফিরে আসছে। (বিকৃত স্বর)

তাবেজ। আবার গলা ঘড়্‌ঘড়্‌?

কেল্লা। ওরে বয়েসকালে এই আওয়াজই মিষ্টি ছিল; ওস্তাদ রেখে গান শিখেছিলুম। চতুর্থ পক্ষের যিনি—

তাবেজ। আজ্ঞে, 'গতি' হয়েছিলেন, এখন 'গত' হয়েছেন—

কেল্লা। তাকে গান শেখাতে শেখাতে বিয়ে করে ফেলি। (বিকৃত স্বর)

তাবেজ। এখন কিন্তু ও ঘড়ঘড়ানি অন্তিমকালেই শোভা পাবে। ঐ ও-পারের যিনি মালিক, তিনি ঐ ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনতে বড় ভালবাসেন।

কেল্লা। দূর! এর মধ্যে কিরে বেটা, এর মধ্যে কি? আজকের রাত্তিরে বেটা—আজকের রাত্তিরে বিয়েটা কোন রকমে হয়ে গেলে—ওদিকে রাজকুমারীর হবে ফুলশয্যে—

তাবেজ। আর আপনার হবে অন্তিমশয্যে।

কেল্লা। হাঁ-হাঁ ঠাট্টা করছিস, বেটা ঠাট্টা করছিস? দেখ্ যদি পারিস, তোর খোলসা, তোর খোলসা।

তাবেজ। আপনি একটু সরে থাকুন; আমি সবে টোপ ফেলিছি, বঁড়শীতে গিঁথব,—আর আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব।

কেল্লা। বেঁচে থাক্ বাবা বেঁচে থাক্। বেশ হাসে! (বিকৃত স্বর)

তাবেজ। আজ্ঞে ভয় পাবে, অত 'হাহা হুহু' নয়। মনে রাখবেন, এখনো সরকারি প্রমাণ অভাব।

কেল্লা। হাঁ হাঁ, আমি যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, তুই দেরী করিস্ নি। (বিকৃত স্বর) [প্রস্থান।

তাবেজ। ওহে ছোকরা, ওহে ছোকরা!—সরে পড়্ল নাকি?

নাহেরের পুনঃপ্রবেশ

নাহের। কিহে বাহাদুর, কি বলছ?

তাবেজ। বলিনি ভাই কিছু, আমি মনে কল্লুম, তুমি বুঝি সরে পড়লে। আমার মনিব একটু বুড়ো হয়েছে কিনা, এক কথা একশ' বার!

তাই একটু দেরী হ'ল। আমার মনিবকে কেমন দেখলে বল দেখি ? মনিব-মনিব চেহারা না ?

নাহের। আমি তো ওকে মানুষ দেখলুম না, আমি দেখলুম ওটা জানোয়ার।

তাবেজ। জানোয়ার !

নাহের। হাঁ ; তবে চারপেয়ে নয়, দু'পেয়ে। কি জান ভাই, তোমাদের এখানকার মানুষগুলোকে দেখলে আমার জানোয়ার বলেই মনে হয়।

তাবেজ। নতুন শেকল পরেছ কি না, আবার একটু পুরোণো হ'লে এদেরই দেবতা বলে মনে হবে।

নাহের। যখন হবে তখন হবে, এখন তো এরা জানোয়ার ?

তাবেজ। আর আমি ? আমাকে তোমার কি ঠাওর হয় ভাই ?

নাহের। তোমাকেও জানোয়ার ঠাওরাতুম, যদি তুমি এদেশী হতে। কিন্তু তা যখন নও—

তাবেজ। তখন ?

নাহের। তুমিও বান্দা, আমিও বান্দা, দু'জনে এখন এক জাত। তাই তোমায় মানুষ বলেই মনে হচ্ছে, আর সেই জন্যেই বেছে বেছে তোমার সঙ্গে ভাব কচ্ছি। সমান সমান না হলে তো কথা কয়ে সুখ নেই—বুঝেছ ? তুমি কদ্দিন এখানে আছ ?

তাবেজ। তা অনেক দিন। কত দেশ ঘূরতে ঘূরতে দশ বছর বয়েসে এখানে এসে পড়ি। তার পর বারো বচ্ছর হ'ল এই কেল্লাদারের গোলামী কচ্ছি।

নাহের। বে'থা করেছ ?

তাবেজ। বিয়ে ! প্যায়দার শ্বশুরবাড়ী ! গোলামের বিয়ে !

নাহের। কেন গোলামের বিয়ে করতে নেই ?

তাবেজ। কিসের জন্যে ? গোলামের বংশ বৃদ্ধির জন্যে ? তোর কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই। আর সেই জন্যেই মনে হচ্ছে তুই—আমার মনিব যা ঠাউরেছে—তা হ'লেও হতে পারিস। ঠিক ঠিক পুরুষ হ'লে তুই বুঝতে পারতিস, গোলামের বিয়ে করতেই নেই।

নাহের। তাতো নেই ; কিন্তু ধর, তুমিতো এই গোলাম, তোমায় যদি কোন সুন্দরী ভালবাসে, তাহলে তুমি কি কর ?

তাবেজ। মনের ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলি। নিজে করি পরের হুকুম তামিল, আমার যে প্রাণটা তাও বাঁধা রেখিছি একজনের জুতোর নীচে,—উঠতে বসতে তার ঠোক্কর মনে করিয়ে দেয় যে আমি বান্দা—আর সেই জুতোর গুঁতো হজম ক'রে আমি ষোল বছরের পেত্নীর সঙ্গে প্রেম করব ? সে আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেবে, আমি জুতোর মালার জ্বালা ভুলে, সেই ফুলের মালা গলায় দিয়ে, দখিনে হাওয়ায় বাঁশী শুনতে শুনতে, কোকিলের ডাকে মূচ্ছো যাব ? তোর বালাই নিয়ে মরি! তুই কখনো পুরুষমানুষ ন'স! আমার মনিব ঠিক ঠাউরেছে ; তুই ছুঁড়ী—ছোঁড়া সেজে আছিস, নইলে তোর এমন বুদ্ধি হয় ?

নাহের। বটে ? তোমার মনিব বলে বুঝি যে, আমি পুরুষ নই, মেয়ে ? হাঃ হাঃ এ তো ভারি মজা!

তাবেজ। শুধু বলে ? তোকে বিয়ে করবার জন্যে সে পাগল।

নাহের। না জেনে ?

তাবেজ। আরে ভাই, তবে আর বলছি কি ? এতদূর পাগল, আমায় বলেছে তুই যদি সত্যিকার মেয়েমানুষ হ'স আর তাকে বিয়ে করিস, তা হ'লে আমি যে গোলাম আছি, আমাকে খোলসা দেবে।

নাহের। খোলসা দেবে ?

তাবেজ। হাঁ।

নাহের। বেশ, তখন তাহ'লে তো আর বান্দা থাকবিনি ? বল্, যে খোলসা পেলে বিয়ে করবি ? তাহ'লে না হয় তোর খাতিরে— পুরুষ আছি—এক রাত্রের জন্যে মেয়ে হয়ে তোর মনিবকে বিয়ে করি ?

তাবেজ। এক রাত্তিরের জন্যে মেয়ে হয়ে ! বলিস কিরে ? তাও কি হয় ? আরে দূর ! আমায় কি বাঁদর ঠাউরিছিস্ ?

নাহের। আরে ! হয় না হয় সে বুঝব আমি। তুই বল্‌না, খোলসা পেলে বিয়ে করবি কি না ?

তাবেজ। বিয়ে করব ! কাকে ? মেয়েমানুষকে তো ?

নাহের। মেয়েমানুষকে নয় তো কি পুরুষকে ?

তাবেজ। না, আমার দ্বারা তা হবে না।

নাহের। কেন ?

তাবেজ। তোর বড় বুদ্ধি কম। তুই পুরুষ কি মেয়ে, যদিও সত্যি সত্যি ঠিক ঠাওর করতে পাচ্ছিনি, কিন্তু এটা ঠিক, তুই বড় বোকা। মেয়েমানুষ, যদ্দিন বিয়ে না হয়, বরং ভয়ে ভয়ে থাকে একরকম ; কিন্তু বিয়ে হলেই—ও বাবা !

নাহের। কেন, বিয়ে হলে কি ?

তাবেজ। এই মিশরে চাকরী করতে এসে, দেখছি তো ঘর ঘর ; যদ্দিন বিয়ে হয় না, তদ্দিন একরকম নজরে নজরে থাকে ভাল ; আর যেই বিয়ে হ'ল, খাঁটী সোণা অমনি বেরুলেন টাঁকশালের ছাপ নিয়ে, আর যাচাই-বাছাইয়ের বালাই নেই, সাত খুন মাফ !

[গীত]

ফেরে ঘরে ঘরে হাটে কি বাজারে।
নাই পান-কসা কি খাদের মেল,
ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজিয়ে চলে হাজারে হাজারে॥
ও জাতের পায়ে নমস্কার,
মুখে বলে তোমার তোমার, সত্যি নয়কো কার—
তার রূপের নেশা চোখের পেশা
ভালবাসার ধার না ধারে॥
স্বামী হন্ তার খেলার বুড়ী,
বেগোড় দেখলে বলেন 'খুড়ী',
দেঁতোর হাসি মুখটীতে তার, বুকে ইটের পাঁজা রে॥

নাহের। ওঃ—তোমার এত গুণ? তুমি মেয়েমানুষকে এই চোখে দেখ? আর আমায় বলছ মেয়েমানুষ হয়ে বিয়ে করতে,—নিজে খোলসা পাবে ব'লে? দূর কাপুরুষ! তোর সঙ্গে যে ভাব করেছিলুম, তা মুছে ফেলেদিলুম। এই গাড়ী—গাড়ী—গাড়ী—তোর সঙ্গে আড়ি। আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

তাবেজ। এই, যাস্‌নি যাস্‌নি, শোন্ শোন্—ওরে—আরে দূর ছাই—নামটাও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম। ওরে আমার মনিবের "হায়-হায়", ওরে রাগ করিসনি, শুনে যা শুনে যা।

অপরদিক হইতে কেল্লাদারের প্রবেশ

কেল্লা। কি বাবা, প্রমাণ পেলি? ঐ চলে যাচ্ছে, না? কি চলন! হায় হায়!

তাবেজ। আর মশাই, ঐ 'হায়-হায়ই' করতে হবে।

কেল্লা। কেন বাবা, কেন বাবা? ওকি মেয়েমানুষ নয়?

তাবেজ। আজ্ঞে না।

কেল্লা। তবে কি পুরুষ ?

তাবেজ। আজ্ঞে তাও নয়।

কেল্লা। আরে এ-ও না, ও-ও না! তবে কি ?

তাবেজ। আজ্ঞে ঐ দুইয়ের মাঝামাঝি।

কেল্লা। বলিস কি ? হায় হায়!

তাবেজ। আপনি ঐ 'হায়-হায়' করুন ; আমার কাজ আছে, আমি একটু এগিয়ে দেখি। [প্রস্থান।

কেল্লা। এ বেটা এমন হঠাৎ বদ্‌লে গেল কেন ? এ চোরের ওপর বাটপাড়ী নাকি ? চাকরেরও যে বয়েসকাল আছে, ওরাও যে পুরুষমানুষ, এটা ভুলে গিয়েই তো লোকে যত অনর্থ বাধায় ! আমারও সেই দশা হ'ল নাকি ? এ বেটাও কি আমার মাথা খেয়ে—হায় হায়—দেখতে হ'ল, ছাড়া হবে না। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—জালু। উৎসব-মণ্ডপ

নাগরিকগণ

১ম নাগ। কতগুলোকে বন্দী করে এনেছে ?

২য় নাগ। শুনছি তো অনেক।

৩য় নাগ। অনেক ! এতগুলো বন্দী নিয়ে কি করবে ?

২য় নাগ। আজকে তাদের ভাল ক'রে খাওয়াবে, ভাল ক'রে বিছানা পেতে দেবে শোবার জন্যে—তারপর সকালবেলা সব নাইয়ে ধুইয়ে একধার থেকে কাটবে।

৩য় নাগ। সেনাপতিই তো যুদ্ধটা জয় কল্লে, রাজা বোধ হয় তাকে মস্ত একটা জায়গীর দেবে ?

১ম নাগ। জায়গীর কি ! শুনেছি নাকি রাজকন্যার সঙ্গে সেনাপতির বিয়ে দেবে। এত বড় বীর, দু দু'বার সিরিয়াবাসিদের হারিয়ে দিলে !

২য় নাগ। সিরিয়ার রাজার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, না ?

৩য় নাগ। তাইতো শুনেছি ; সে কোথায় পালিয়েছে।

১ম নাগ। ওরে চুপ কর্ চুপ কর্, ঐ সব আসছে।

[সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। নতজানু হইয়া ভূমিতে করস্পর্শ করিল। সকলে বলিয়া উঠিল—
"জয় মিশর-রাজের জয় !"]

স-সহচর-সম্রাট্ থুত্মসিস, ও আর্ভিয়া প্রভৃতির প্রবেশ

সম্রাট্। আজ আমার জয় নয়—সকলে সমস্বরে বল "সেনাপতির জয় !" তিনিই মিতানীর আক্রমণ থেকে তোমাদের এই নগরী রক্ষা

করেছেন। যে সকল মিশরী বীর তাঁকে এই যুদ্ধজয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের লক্ষ্য ক'রে জয়োচ্চারণ কর ; সকলে সমস্বরে বল—"জয় মিশরী বীরের জয় !"

সকলে। জয় মিশরী বীরের জয় !

প্রধান পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। এই আমনদেবের পূজার ফুলে গাঁথা মালা, মহারাজ, আপনি স্বয়ং এই বিজয়ী বীরের গলায় পরিয়ে দিন।

[রাজা মালা লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন]

একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্ম। সেনাপতির রথ নগরে প্রবেশ করেছে। তাঁর রথে কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দী আছেন। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে —"জয় আমনদেবের জয় !" "জয় মিশরের জয় !" "জয় সেনাপতির জয় !" ইত্যাদি]

তোরণ-দ্বার হইতে এ্যামসের প্রবেশ

সম্রাট্। স্বদেশের রক্ষক ! মিশরের বীরপুত্র ! আজ সমবেত প্রজাদের সম্মুখে আমি তোমায় অভিনন্দন করি।

নাঃ গণ। (সমস্বরে) মহারাজের জয় হোক্ ! মহারাজের জয় হোক্ !

সম্রাট্। আজ মিশরের রাজকন্যা স্বয়ং এই দেবপূজার ফুলে গাঁথা বিজয়-মাল্য তোমার গলায় পরিয়ে দেবেন।

[রাজকুমারী রাজার হস্ত হইতে মালা লইয়া সেনাপতির কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। তাঁহার মুখে গর্ব্ব ও আনন্দের হাসি। নিম্নে দূরে দাঁড়াইয়া বন্দিনী বাঁদিগণের মধ্য হইতে নির্নিমেষ নয়নে তাহা দেখিতেছিল]

সম্রাট্। বল বৎস! তুমি কি চাও? আজ তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ঐ দূরে পবিত্র দেবমন্দির। ঐ মন্দিরস্থ দেবতাব শপথ—আমি সত্য বলছি—আজ তুমি যা চাইবে, তোমাকে তাই দেব।

[এ্যামোস বন্দিনীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—
তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু সজল]

এ্যামস। সম্রাট্! আপনি ক্ষমা ও দয়ার জন্য পৃথিবীর নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অধীনের প্রতি আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশই আপনার মহত্ত্ব ও মহানুভবতার নিদর্শন। সিরিয়া আমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু মিশরের বীরত্বের নিকট তারা পরাজয় স্বীকার করেছে। তাদের রাজা পলাতক। যুদ্ধে তাদের অনেকেই বন্দী হয়েছে। আমার প্রতি আপনার করুণার কথা স্মরণ করেই আমি বলতে সাহস কচ্ছি, এই আনন্দের দিনে আপনি বন্দীদের মুক্তি ভিক্ষা দিন।

পুরো। অসম্ভব—তা কখনো হতে পারে না! দেবতার আশীর্ব্বাদে তারা বন্দী হয়েছে। দেবতার তুষ্টির জন্য তাদের প্রত্যেককেই প্রাণ দিতে হবে, বন্দীগণের প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার দেবতার অভিপ্রেত হবেনা।

সম্রাট্। বন্দীদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা, তাদের এইখানেই আনা হোক্, দেখি তারা কি বলে।

এ্যামোস। (একজন কর্ম্মচারীর প্রতি) যাও, আমার সঙ্গে যে ক'জন বন্দী এসেছে, তাদের এখানে নিয়ে এস। [কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

আর্ভিয়া। (স্বগতঃ) (বন্দিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তোমার ও দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝি, কিন্তু বৃথা ও কাতরতা। যে ছোট, তার ছোট

থাকাই উচিত। পতঙ্গ প্রদীপের শিখার কাছেই ঘুরে বেড়ায়, চকোর মেঘের স্তর ভেদ করে ওঠে উর্দ্ধে—যেখানকার বাতাসে চাঁদের সুধা ঝরে পড়ে।

ছয়জন শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীকে লইয়া রাজকর্ম্মচারীর পুনঃ প্রবেশ

[বন্দিনী, বন্দিগণের পুরোবর্ত্তী ব্যক্তিকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "এ কি ?—পিতা !—পিতা !]

মিতানীর রাজা। (নিম্নস্বরে) সাবধান—আমার পরিচয় দিয়ো না। এরা না বুঝতে পারে আমি মিতানীর রাজা।

এ্যামস্। (মিতানীর রাজার প্রতি) বীর ! ইনি তোমার কন্যা ?

আর্ভিয়া। বড়ই আশ্চর্য্য তো !

সম্রাট্। সিরিয়ার বন্দীগণ ! তোমাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী তোমাদের রাজা। সে মূর্খ,—নিজের ক্ষমতার ওজন না বুঝে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তোমাদের পরিবর্ত্তে তাকে বন্দী করতে পারলেই, তার কার্য্যের উপযুক্ত শাস্তি হ'ত।

মিঃ রাজা। কিন্তু সম্রাট্, মিতানীর সে মূর্খ রাজা এখন শাস্তি ও ক্ষমার অধিকারের বাইরে। এ যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়েছে।

পুরো। সত্য ?

এ্যামস্। আমি তো তাকে চিনতে পারিনি !

মিঃ রাজা। চেনবার উপায়ও ছিল না ; সে মূর্খ যুদ্ধের সময় রাজবেশ পরতো না। কিন্তু সে মরেছে। আমার পায়ের তলায় তার ছিন্নশির লুটোতে দেখেছি। সেই মূর্খ, উদ্ধত, গর্ব্বী রাজার মুণ্ড, মিশরী যোদ্ধার ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধূলোয় মিশিয়েছে—আমি এই চক্ষে তা দেখেছি।

পুরো। দেবতারা দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি এমনি করেই দিয়ে থাকেন !

সম্রাট্। যাক্, যখন রাজা মৃত, তখন বোধ হয় আশু আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা নেই। এখন তাহ'লে এদের ক্ষমা করা যেতে পারে।

পুরো। বেশ, তাই যদি আপনার ইচ্ছা, তা'হলে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিন ; কিন্তু ভবিষ্যতে তারা আর কোন বিরুদ্ধ আচরণ না করে, তার প্রতিভূ স্বরূপ এই বাঁদী আর তার পিতা এই সৈনিক, এখানে বন্দী হয়ে থাকুক।

এ্যামস। (স্বগতঃ) আমার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হ'ল না! বন্দিনী তো বন্দিনীই রইল! তার মুক্তির উপায় কি ?

সম্রাট্। (পুরোহিতের প্রতি) বেশ, তাই হোক্।—এ্যামস্! তোমার অনুরোধে আমি সিরিয়ার সমস্ত বন্দিদের মুক্তিদান কল্লেম, কেবল এই দু'জন এখানে সিরিয়ার ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য নজরবন্দী হ'য়ে রইল।

মিঃ রাজ। (অপর বন্দীগণের প্রতি) যাও সিরিয়ার হতভাগ্য পুত্রগণ, তোমাদের ভবিষ্যৎ আচরণের উপরই আমাদের মুক্তি ও মৃত্যু দুই-ই নির্ভর ক'চ্ছে।

সম্রাট্। তারপর—এইবারে আমাদের প্রধান কার্য্য সমাধা ক'রব।—সমবেত মিশরবাসী! আপনারা জানেন, আমি অপুত্রক। এ্যামস্ মিশরের গর্ব্ব রক্ষা ক'রে আমার পুত্রেরই কার্য্য করেছে। আমি সগর্ব্বে, সানন্দে আমার একমাত্র কন্যাকে এ্যামসের করে সমর্পণ ক'চ্ছি। সকলে শুনে রাখুন, এ্যামস আজ থেকে আমার জামাতা এবং ভবিষ্যতে আমার অবর্ত্তমানে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আশা করি, আমার এ প্রস্তাব আপনারা সকলে অনুমোদন ক'রবেন।

নাগ। সম্রাট্! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাব অনুমোদন কচ্ছি। আপনার জয় হোক—সেনাপতির জয় হোক—রাজকুমারীর জয় হোক!

পুরো। দেবতার আশীর্ব্বাদ এই নবদম্পতির উপর বর্ষিত হোক্।

আর্ভিয়া। (স্বগতঃ) হতভাগিনী বন্দিনী! আজ থেকে তোমার দুরাশার আগুনে চিরজীবন পুড়ে মর।

বন্দিনী। (পিতার প্রতি জনান্তিকে) পিতা! বন্দীর এ ঘৃণিত জীবনের চেয়ে, মৃত্যুদণ্ড চেয়ে নিলেন না কেন?

মিঃ রাজ। এই ঘৃণিত জীবনই একদিন স্বদেশের কল্যাণে উৎসর্গ ক'রতে পারব, বন্দী হয়েও এই আশায় বেঁচে রইলেম।

সম্রাট্। (দাঁড়াইয়া এক হস্তে কন্যার হাত ধরিলেন, অপর হস্তে এ্যামসের হাত ধরিয়া) বৎস!—

এ্যামস্। সম্রাট্! অপেক্ষা করুন।

সম্রাট্। না, আর অপেক্ষা নয়; আজ শুভদিনে, শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণত ক'রব। (কন্যার প্রতি) মা!

[রাজকুমারী সগর্ব্ব দৃষ্টিতে বন্দিনীর দিকে চাহিলেন;
তাঁহার মুখে বিজয়ের হাসি]

এ্যামস্। সম্রাট্! আমি মিশরের সিংহাসনের অযোগ্য।

নাগ। কখন না, কখন না; তুমিই আমাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট্।

সম্রাট্। আর—আজ থেকে আমার জামাতা।

এ্যামস্। সম্রাট্! শুধু মিশরের সিংহাসনের নয়, রাজকন্যার পাণিগ্রহণের যোগ্যতাও আমার নেই।

সম্রাট্। সে বিচার ভার আমাদের—তোমার নয়।

এ্যামস্‌। সম্রাট্‌! একটু পূর্ব্বে আপনি দেবতা সাক্ষী ক'রে শপথ ক'রেছেন আমাকে অদেয় আপনার কিছুই নেই। আপনার সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে আমার এই নিবেদন ; শুনুন,—আমি মিশরের সিংহাসনে বসবার স্পর্দ্ধা রাখি না, রাজ-জামাতা হবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। মিশরের সামান্য সৈনিকের গর্ব্ব নিয়ে আমায় মিশরের কার্য্যে জীবন অতিবাহিত ক'রতে দিন। আমার ভিক্ষা—আমার এই স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ ক'রবেন না।

সম্রাট্‌। এ্যামস্‌! বারবার তোমার এই অবাধ্যতার কারণ কি আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। বিনয় ও শিষ্টাচার কি তোমায় এই আচরণ ক'রতে ব'লছে,—না এর অন্য কোন অর্থ আছে ?

এ্যামস্‌। না সম্রাট্‌! বিনয় নয়, শিষ্টাচার নয় ; আমি আমার অন্ত-র্দ্দেবতার আদেশ-পরিচালিত হ'য়ে আপনার কাছে করযোড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি ; আমার মর্ম্মের যে শব্দহীন বাণী—নিদ্রায় জাগরণে সতত আমায় কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বের পথে চালিত করে—তারই অমোঘ আদেশ অমান্য ক'রতে না পেরে আপনাকে ব'লছি,—সম্রাট্‌! আমি আপনার কন্যা ও সিংহাসন, উভয়ই সসম্মানে প্রত্যাখ্যান ক'ল্লেম।

বন্দিনী। (পিতার প্রতি জনান্তিকে) আমরা কি সিরিয়ায়! আমরা কি মুক্ত!

সম্রাট্‌। এও কি সম্ভব ? আজ কি এখানে ক্ষিপ্ত বায়ু প্রবাহিত হ'চ্ছে ? এ্যামস্‌, তুমি কি উন্মাদ ? তুমি যা ব'লছ তার অর্থ কি তুমি জান ? মিশর-সম্রাটের অযাচিত করুণা—নির্ব্বোধ, তাকে উপেক্ষা ক'রতে তোমার সাহস হয় ? একি সত্য ?

আমস্‌। সম্রাট্‌! সত্য মিথ্যা জানিনা ; এই মাত্র জানি, আজ স্বয়ং

দেবতা এসে ব'ল্লেও তাঁর কথা আমি রাখতে পারতেম না। সম্রাট্-কন্যাকে আমি বিবাহ ক'রতে পারি না, আমার করা উচিত নয়।

সম্রাট্। তোমায় পুত্রাধিক স্নেহ করি; মূর্খ! এখনো কথা প্রত্যাহার কর—নচেৎ—

এ্যামস্। আমি মৃত্যু মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত, তথাপি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ আমার অসাধ্য।

সম্রাট্। (তরবারি খুলিয়া) তবে তাই হ'ক্—মিশর সম্রাটের অবমাননা-কারীর শাস্তি—মৃত্যু!

[সভাসদগণের মধ্যে অনেকেই তরবারি খুলিলেন]

আর্ভিয়া। (সম্রাটের হস্ত ধারণ করিয়া) পিতা!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—জালুদুর্গের সম্মুখ

নাহের

নাহের। কি হ'ল! কাল থেকে ত রাজকুমারীকে দেখতে পাচ্ছি নি? তাকে কি হত্যা ক'রলে? এই মিশরিণীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তার আকার নারীর,—কিন্তু প্রাণ বাঘিনীর। আমাদের রাজাকেও বন্দী ক'রে এনেছে। তাঁকেও বধ ক'রবে নিশ্চয়। তা যদি করে, তাহ'লে সিরিয়ার স্বাধীনতা, রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরদিন অন্ধকারে ডুবলো! আশ্চর্য্য,—আমাকে এখনও এরা কারাগারে রাখেনি কেন! বোধ হয়, আমার কথা তাদের মনেই নেই। খুব ছোট্ট যে, তার দিকে কেউ ফিরেও চায়না। কিন্তু যদি—ওঃ সে আশা দুরাশা!

গান গাহিতে গাহিতে তাবেজের প্রবেশ

এমনি ধারা বাতাস কিগো, বয় সে আমার দেশে?
চাঁদামামা এমনি হাসে, পাগল করে ফুলের বাসে,
দীঘির কোলে কল্মী দোলে, ডাহুক বেড়ায় ভেসে॥
পাতার আড়ে পাখি ডাকে, জোনাক জ্বলে ঘাসের ফাঁকে,
মায়ের বুকে মুখটী লুকোয় দুষ্টু ছেলে ছুট্টে এসে॥
ভুলে গেছি মায়ের মায়া, রূপটী কেমন কেমন কায়া;—
ঘুমিয়ে আছি পরের দেশে, নেশার ঝোঁকে কেঁদে হেসে॥

নাহের। (স্বগতঃ) এ জাত-গোলাম ; এতদিন এখানে গোলামী ক'রছে, কিন্তু এখনও দেশের কথা ভোলেনি! আর আমাদের—ওঃ কি হ'ল!

তাবেজ। এই যে ভাই? একধারটীতে চুপটী করে ব'সে আছ দেখছি। ওঃ, মুখখানা যে খুব রাগো-রাগো—একেবারে লাল টক্‌টক্ ক'চ্ছে! ওঃ! যেন মাকাল ফলে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে!

নাহের। কি? আমি কি মাকাল?

তাবেজ। আরে চট কেন? ভেতরটা কি তা ত এখনও মালুমই হয়নি; মাকাল কি পাঁকাল, তা কেমন ক'রে জানব ভাই? তোমায় নিয়ে যে নাকালে পড়িছি! টানা প'ড়েনে আমার প্রাণটা গেল, কিন্তু আসলে যে তুমি কি—সেটা বোঝাই হ'লনা। বলি ব্যাপারটা কি? নিরিবিলি গালে হাত দিয়ে বসেছিলে?—দেশের জন্যে মন কেমন কচ্ছে বুঝি?

নাহের। হ্যাঁ।

তাবেজ। তা আর করবেনা? সবে সেদিন এসেছ বই ত নয়! আমি কবে কোন্ সকালে দেশ ছেড়েছি; দেশের কথা ভাল মনেই নেই, তবু এখনও তার মায়া ভুলতে পাচ্ছিনি! যত গোলামীর মক্স করি, ততই প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। যত ঝাঁটা লাথি খাই—ততই দেশের ওপর টান বাড়ে! —মনে হয়, নিজের দেশে যদি না খেয়েও ম'রতুম, সেও ছিল ভাল! হাড় কখানায় দেশের মাটীর সার হ'ত।

নাহের। এত যদি টান ত পালিয়ে যাওনা কেন? এমনও ত কত লোকে যায়?

তাবেজ। পালিয়ে? চোরের মত? যে কিনেছে ভাই, সে মনিবকে তো

তাহলে ঠকান হবে! তাই পালাতে মন চায়না। তবে মনিব যদি কখনও দয়া ক'রে ছেড়ে দিত,—তার সুযোগও হ'য়েছিল ;— এই তোমার যদি একটু এদিক ওদিক—এই তোমার গিয়ে— মুখটা, রংটা, চোখ দুটো ?– সবই প্রায় মেলে, তবে—

নাহের। আসলে ?

তাবেজ। এই! বুঝতেই তো পাচ্ছ ভাই। তুমি বুদ্ধিমান, ওই আসলে! হায়—হায়!—তাহ'লে আর আমায় পায় কে ?

নাহের। (স্বগতঃ) এর প্রাণ আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই। চিনেও চিনতে পারছে না। এর সঙ্গে কথা কইলে এর উপর মায়া হয়। এমন সরল, এমন দেশভক্ত—কিন্তু নসীবের দোষে এ বান্দা! কেন মানুষকে মানুষ গোলাম করে ? কেন জানোয়ারের মত তার পায়ে শেকল পরিয়ে দেয় ? কেন এরা সিরিয়াকে জয় ক'রেছিল ? কেন আমাদের বন্দী ক'রে এখানে এনেছিল ? কেন আমাদের রাজাকে, রাজকুমারীকে এরা হত্যা করবে ?

তাবেজ। একি ভাই! কেঁদে ফেললে ? কেন ভাই—কি এমন বলিছি, যাতে তোমার চোখ দিয়ে জল বেরুল ? এঃ!—যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, কিছু মনে কোরনা। শালা গোলামের মুখ কিনা! কি ব'লতে কি ব'লে ফেলিছি ; তুমিও যেমন ? আমি কারুর চোখের জল দেখতে পারিনি ভাই। সত্যিই তো ; আমার কি ? হওনা তুমি পুরুষ, কি মেয়ে, তোমার যা খুসি ; আমার কি ? দূর ছাই, বান্দা আছি– চিরকাল বান্দাই থাকব,—কাজ কি আমার দেশে গিয়ে ? মনিবেরও যেমন—এঃ হে—হে—হে! হায় হায়—

নাহের। (হাসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে) না, আমি তো কাঁদিনি!

তাবেজ। এই ! আবার যে হেসে ফেললে ? এই মেঘ, এই রদ্দুর ! তুমি যে ক্রমে আমায় অবাক ক'চ্ছ ভাই ; তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি ঠিক আছে তো ? মাথার একটু চল-বেচল হয়নি তো ?

নাহের। কেন, লক্ষণ কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি ?

তাবেজ। গোলামীর প্রথম ঘা কিনা—কাজেই সন্দ হয়। এই ঝরঝর চোখের জল, এই হিঃ হিঃ হাসি ! আমায় শুদ্ধু পাগল ক'রবে নাকি ? সে বেটী বাঁদীতো সেনাপতিকে পাগল ক'রে ছেড়েছে। নইলে রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বে দিতে চাইলে—স্বচ্ছন্দে ব'ললে 'সাদী নেহি করুঙ্গা !' রাজা বুড়ো হয়েছে, প্রথমে ধরতে পারেনি ; কিন্তু রাজকুমারীর কাছেত ফাঁকি দেবার যো নেই ? ঠিক ধ'রে ফেললে যে, বাঁদীটার সঙ্গে সেনাপতির আশনাই চ'ল্ছে !

নাহের। বটে ! তার পর—তার পর ?

তাবেজ। বাস্ ; যে কাজের যে সাজা !—ভাল দেশ জয় করে সব বন্দী করে এনেছিল ; পাগল ক'রে ছেড়ে দিলে বাবা ! কাজ নেই ; আমি গরীব, স'রে পড়ি ! শেষ কি আমিও পাগল হ'য়ে ধেই ধেই নাচব ? সেলাম ভাই, সেলাম ; আর আমার মুক্তিতে কাজ নেই, আমি আসি।

নাহের। যেওনা—শোন। (হস্তধারণ)

তাবেজ। আরে ! হাত দু'খানি তো বেশ তুলতুলে ! হাত ছাড় ভাই—হাত ছাড়। আমাদের এ গোলামের জুতো ঝাড়া হাত, তোমার এ পদ্মের পাপড়ীর মত নরম,—সরিয়ে নাও—সরিয়ে নাও ! কি ব'লবে বল, আমি শুন্ছি।

নাহের। তুমি জান ভাই, সে বন্দিনীর কি হ'ল ?

তাবেজ। এখনও বিশেষ কিছু হয়নি। তবে যা হবে তা তো বুঝতেই পাচ্ছি।

নাহের। কি হবে ?

তাবেজ। কাঁচা মাথাটা দিতে হবে।

নাহের। এ্যাঁ !

তাবেজ। এ্যাঁ ব'লে আর চোখ কপালে তুল্লে হবে কি ? পীরিত ক'রতে গেলে, কাঁচা মাথা অমন আখ্‌চার গিয়ে থাকে ! তুমি মেয়ে নও ব'লে বেঁচে গেছ ; নইলে এতক্ষণ তোমারও কি হ'ত, কে জানে ?

নাহের। এখন তাকে কোথায় রেখেছে ?

তাবেজ। কেল্লায়—আমার মনিবের জিম্মেয় মনিব কেল্লাদার কিনা ?

নাহের। সব বন্দিদেরই কি কেল্লায় রাখে ?

তাবেজ। হাঁ ; যতক্ষণ না কাটা হয়, ততক্ষণ কেল্লার মধ্যে বন্দী ক'রে রাখে। তার পর, একদিন সকাল বেলায়, সদর রাস্তায় সার্ সার্ দাঁড় করিয়ে দিয়ে, চালাবে চক্‌চকে তলওয়ার ! বাস্—একদম সাফ্ !

নাহের। মেয়েদেরও কি অমনি করে ?

তাবেজ। একটু তফাৎ আছে। শত্তুরই হোক, আর যাই হোক্, মেয়েদের ত আর ইজ্জৎ নষ্ট ক'রতে পারে না, তাই একটা বোরখা চাপা দিয়ে কাটে। সভ্য দেশের সভ্য রীতি !

নাহের। তুমি আমার সঙ্গে একবার তার দেখা করিয়ে দিতে পার ?

তাবেজ। (চিন্তা করিয়া) কি ক'রে পারব ? চাবি যে মনীবের কাছে। আর, তা না হলেই বা কি ?—ও লুকিয়ে চুরিয়ে দেখান

—ও কাজে আমি নেই। গোলাম হ'লেও বিশ্বাসঘাতক ত নই ?

নাহের। (স্বগতঃ) যখন সন্ধান পেয়েছি, দেখা কর্ত্তেই হবে। রাজাও ত তাহলে ঐ কেল্লায় বন্দী হ'য়ে আছেন ; তাঁকে যদি কোন রকমে মুক্ত ক'রে দিতে পার্ত্তেম !—রাজকুমারী মরে মরুক্ ! সে সিরিয়ার কলঙ্ক—নারীজাতির কলঙ্ক ! স্বাধীনতার চেয়ে তার ভালবাসা বড় হ'ল ? তার মরণে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

তাবেজ। কি ভাবছ ? আমায় যে দাঁড়াতে ব'ল্‌লে,—কি ব'লবে ব'ল্‌লে না ?

নাহের। তোমার মনিব লোক কেমন ?

তাবেজ। আমার মুখে আর কেন শুন্‌বে ? সে—তো—তুমিই—বলেছ।

নাহের। জানোয়ার ?

তাবেজ। আমি আর ও কথাটা নাই বা ব'ল্লুম।

নাহের। সে তোমায় ঠাট্টা করেছিলুম। তোমার মনিব বড় ভাল লোক। আমায় দেখে কি বলে ?

তাবেজ। আর সে কথা কেন ভাই ? তোমায় অত ক'রে বল্লুন, তা তুমি কথা কানেই তুল্‌লে না !

নাহের। আমি যদি পুরুষ না হ'য়ে মেয়েমানুষ হই, তোমার মনিব আমায় সত্যি সাদী করে ?

তাবেজ। আলবৎ করে,—একশোবার করে ! হায়—হায় ! পাশ ওলটাবে নাকি ?

নাহের। তুমি মুক্তি পাও ?

তাবেজ। সন্ধিপত্রের খসড়া তো এই রকম।

নাহের। যাও।—তোমার মনিবকে বলগে, আমি পুরুষ নই, নারী। বলগে, আমি তাকে সাদী ক'রবো। আজই,—এই দণ্ডে।

তাবেজ। আরে!—এ বলে কি? এ আমায় বাঁদর নাচাচ্ছে, না সত্যি? (নাহেরের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল)

নাহের। দেখছ কি? যাও—বলগে।

তাবেজ। আরে ভাই—(হাত ধরিতে গেল)

নাহের। (ঈষৎ হাসিয়া) একি? নিজেই হাত বাড়াচ্ছ যে? তোমার না গোলামের হাত?

তাবেজ। (ভ্যাবাচাকার মত) হ্যাঁ—সত্যিই তো। তবে আর বাড়াব না ভাই—কি বল? (দু' পা পিছাইয়া সরিয়া গেল) স'রেই থাকি!—কি বল স'রেই থাকি! (অস্ফুট স্বরে) হায়—হায়!

নাহের। (হাসিয়া) তোমার আবার "হায়—হায়" কেন? আমি তো তোমার মনিবেরই "হায়-হায়"!

তাবেজ। কেমন গুলিয়ে গেছে। ঠিক—ঠিক—বুঝতে পাচ্ছিনি; তুমি—তুমি—মিথ্যে বলছ—না ভাই?

নাহের। কেন? মিথ্যে ব'লব কেন? তাতে আমার লাভ? আমি সত্যিই বলছি।

তাবেজ। মাইরি?

নাহের। কেন, তোমার কিছু আপত্তি আছে?

তাবেজ। আমার! আমার আর আপত্তি কি? কিন্তু—

নাহের। আবার "কিন্তু" কি? এখনো বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

তাবেজ। হ'চ্ছেও বটে, হ'চ্ছে নাও বটে। শেষকালে তোমার কথা শুনে কি একটা হাঙ্গাম বাধাব? যদি একটু এদিক ওদিক হয়,

আমার মনিবকে তো জান না ভাই, তা হ'লে আমারই যে কাঁচা মাথাটা যাবে।

নাহের। আবার এদিক ওদিক হবে কেন? আমি সত্যই নারী—পুরুষ সেজে আছি।

তাবেজ। (অস্ফুট স্বরে) প্রমাণ ?

নাহের। (ঈষৎ হাসিয়া) প্রমাণ চাও ? (মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিল) এই দেখ আমার মুক্ত কেশ। (কেশ গুচ্ছ লইয়া তাবেজের মুখে ছড়াইয়া দিল)

তাবেজ। আরে! এ যে গা শিড়্ শিড়্ করে ওঠে! এ ভেলকী নাকি ? (হতবুদ্ধির মত সরিয়া গিয়া) আমায় অবাক ক'ল্লে যে এ ?

নাহের। কি ? বিশ্বাস হ'ল ?

তাবেজ। বিশ্বাস—হাতে হাত দিয়েই হব হব হ'চ্ছিল - এবারে একেবারে আক্কেল গুড়ুম ক'রে দিয়েছ।

নাহের। এমন চুলের রাশ কি পুরুষের হয় ?

তাবেজ। ও পুরুষ মেয়ে আমার কাছে সব এখন এক হয়ে গেছে! কিন্তু তবু ভাই, এই তোমাকে সেলাম, সেলামের ওপর সেলাম, তার ওপর সেলাম! আর আমার মনিবকেও—এই এখান থেকেই দু'শো সেলাম! তোমার সাজারও বাহাদুরী আছে, তার নজরেরও বাহাদুরী আছে। আমি বেটা বাঁদর, কিছুতেই চিনতে পারিনি—আর সে দূর থেকেই ঠাওরেছে ঠিক!

নাহের। বেশ; এখন তো বিশ্বাস হ'ল ? তবে যাও! তোমার মনিবকে বলগে—আমি তাকে সাদী ক'রতে প্রস্তুত। বিশেষ—তুমি যখন মুক্তি পাবে—আর দেশের ওপর তোমার অত টান।

তাবেজ। তবে যাই ?—কি বল ? মনিবকে এই সুখবরটা দিইগে ? যাই ?

নাহের। (স্বগতঃ) তুমি বড় চালাক, না ? আহা !

(ধীরে ধীরে প্রস্থান ও কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া)

তাবেজ। দেখ—আমি মুক্তি চাই না !

নাহের। চাও না ?

তাবেজ। না।

নাহের। না ?

তাবেজ। না।

নাহের। কেন ? এই যে দেশের জন্যে ছট্‌ফট্ ক'চ্ছিলে ? এই যে কতবার ব'ল্লে, দেশে যেতে পেলে বাঁচ ?

তাবেজ। তা বাঁচি বটে, দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে তাও সত্য—কিন্তু যে উপায়ে তুমি আমায় মুক্তি দিতে চাচ্ছ, সে উপায়ে মুক্তি আমি চাই না। তার চেয়ে যেমন গোলাম আছি, চিরদিন গোলামই থাকবো।

নাহের। (হাসি চাপিয়া) সে তোমার ইচ্ছে। তুমি চাও, না চাও, আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?

তাবেজ। হাঁ—তাও তো বটে ! তোমার আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? কিন্তু—

নাহের। আবার 'কিন্তু' কেন ভাই ?

তাবেজ। না—না—আর 'কিন্তু' নয় ! তবে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম—

নাহের। কি ?

তাবেজ। হঠাৎ তোমার সাদী করবার ইচ্ছে হ'ল কেন ?

নাহের। হঠাৎ নয়, আমি তোমার মনিবকে দেখেই ভালবেসে ফেলেছি।

তাবেজ। এ্যাঁ! (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল)

নাহের। ওকি! অমন ক'রে ব'সে পড়লে যে? মাথা ঘুরে গেল নাকি? অজ্ঞান হবে নাকি?

তাবেজ। কেন? মাথা ঘুরবে কেন? অজ্ঞানই বা হব কিসের জন্যে? আর তোরই বা এত খবরে কাজ কি? আমি অজ্ঞান হই, ব'সে পড়ি, দাঁড়াই, শুই—আমার ইচ্ছে। আমি গোলাম ব'লে কি আমার ইচ্ছে হ'লে অজ্ঞান হবার যো নেই?

নাহের। তা—তুমি জন্ম জন্ম অজ্ঞান হও। তবে খবরটা দিয়ে—শুয়ে প'ড়লেও আমার আপত্তি ছিলনা।

(নেপথ্যে) কেল্লদার। (গলায় নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে) কোথায় রে? তোকে যে আজ কাল খুঁজেই পাইনা! কোথায় রে?

তাবেজ। ওই আমার মনিব আস্‌ছে। ওই গলা ঘড়্‌ঘড়্‌! যা বলবার কয়বার, তুমিই বল—কও। আমি গোলাম, কাজ কি আমার এসব ফ্যাঁসাদের কাজে থেকে? কে কাকে ভালবাসলে, না বাসলে, সাদী ক'রলে না ক'রলে, আমার কি? কি বলিস?

নাহের। সে তুমিই জান।

(নেপথ্যে) কেল্লাদার। কোথায় রে? তাবেজ, ও তাবেজ!

তাবেজ। আজ্ঞে; এগিয়ে আসুন, এগিয়ে আসুন। এই আপনার—

নাহের। (মৃদুস্বরে) "হায়-হায়"—না?

তাবেজ। (বিকৃতস্বরে) তোমার গুষ্ঠির মুণ্ড। আমি এই স'রছি। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আসুন, ইনি—দূর হোক্ ছাই—আমি তো স'রলুম।

[প্রস্থান।

কেল্লাদারের প্রবেশ

কেল্লাদার। বেটা স'রে পড়ল নাকি? এই যে ছিল, কোথায় গেল?

নাহের। আপনি কাকে খুঁজছেন? আপনার গোলামকে? তাকে ডেকে দেব কি? (সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

কেল্লাদার। অ্যাঁ! এ যে একেবারে এলোকেশে? (গলায় বিকৃতস্বর)

নাহের। (স্বগতঃ) এইবার বুঝি মরে কেশে! (প্রকাশ্যে) কথা ক'চ্ছেন না যে? বলুন, তাকে ডেকে দিই? তার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন বুঝি?

কেল্লাদার। আরে না—না, তার জন্য ব্যস্ত হব কেন? সে বেটা বান্দা, গোল্লায় যাক্, উচ্ছন্ন যাক্, কবরে যাক্! তুমি—তুমি—আমার তো তোমাকেই—

নাহের। আমাকেই—কি?

কেল্লাদার। কি? কেন, সে বেটা বলেনি বুঝি? পাজী বেটা, নচ্ছার বেটা, হারামজাদা বেটা!—এই, এই তোমার জন্যে আমার—

নাহের। হায় হায়!

কেল্লাদার। এই! "হায় হায়" ব'লে হায় হায়? আমার না আছে আহার, না আছে নিদ্রা! আমি তোমাকে—তোমাকে—দেখে অবধি—

নাহের। ভালবেসে ফেলেছেন?

কেল্লাদার। বুঝতেই তো পেরেছ? বুঝতেই তো পেরেছ? একে রূপসী, তার ওপর ষোড়শী,—

নাহের। তার ওপর এলোকেশী—প্রেয়সী—

কেল্লাদার। তাহ'লে সে বলেছে—বলেছে—নেমকহারামী করেনি? আমি যে তোমার জন্যে পাগল, তা সে বলেছে?

নাহের। আজ্ঞে হাঁ, বলা কওয়া সব হ'য়েছে। আমি আপনাকে সাদী ক'রতে প্রস্তুত ; কিন্তু এই সর্ত্তে যে, আপনি আজই আপনার গোলামকে মুক্তি দেবেন, আর যতদিন রাজবন্দীদের শাস্তি দেওয়া না হয়, ততদিন এ বিবাহ গোপন রাখতে হবে—আর ততদিন আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবেনা। আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত বাস ক'রব, বন্দীদের বিচারের পরে।

কেল্লাদার। বেশ, তাই হবে—তাই হবে। এতো সোজা কথা। আজ সাদী হ'য়ে থাক্—ও বন্দীদের বিচার তো কাল সকালেই শেষ হ'য়ে যাবে—একদিন বইত নয় ? তা আমি ঠিক থাকতে পারব।

নাহের। কিন্তু একটা কথা। এখনো পর্য্যন্ত রাজা কিংবা রাজকুমারী আমার খোঁজ নেয়নি, অন্য বন্দীদের বিচারের সময় যদি আমার খোঁজ পড়ে ? বিচার ক'রে আমাকেও যদি হত্যা করে ?

কেল্লাদার। তার আর যো কি ? তার আর যো কি ? রাজাই বল, রাজকুমারীই বল—সব আমাদের চোখে দেখে, আমাদের কাণে শোনে—আমাদের মুখে খায়! আমরা যদি মনে করি ঘুটী বদলাতে কতক্ষণ ? সে আমরা ঠিক করে নেব। তুমি যখন সাদী করতে রাজী,—চল, এই কেল্লার ভিতর এমন যায়গায় তোমায় লুকিয়ে রাখব যে বিশ বচ্ছরেও কেউ তার সন্ধান পাবেনা।

নাহের। বেশ, চলুন। তবে আগে আপনার গোলামের ছাড়পত্র লিখে দিন, তারপর, যেমন কথা তেমনি কাজ।

কেল্লাদার। হ্যাঁ হ্যাঁ—কাজে আমায় এ বয়েস পর্য্যন্ত কেউ দোষ ধ'রতে পারেনি। এস, উপস্থিত পাগড়ী বেঁধেই আমার সঙ্গে এস, তোমায় লুকোনো পথ দিয়ে বেমালুম কেল্লার ভেতরে নিয়ে যাই।

নাহের। আপনি আমার পাগড়ীটা বেঁধে দিন না ?

কেল্লাদার। বাঁধব নাকি ? বাঁধব না কি ? না—না, (চারিদিকে চাহিয়া) যদি কেউ দেখে ফেলে ? যদি হাত কাঁপে ? তুমি আপনিই যেমন তেমন করে হ'ক জড়িয়ে নাও : তারপর কেল্লার ভেতর নিয়ে গিয়ে—

নাহের। একদম সাদী।

কেল্লাদার। তা আর বলতে ? ভ্যালা মোর বাপ্‌রে ! তাবেজ—তাবেজ—বেটা বাহাদুর আছে। তার ছাড়পত্র লিখে দিয়ে তবে জল গ্রহণ—তবে ও চুলে হাত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তাবেজের পুনঃপ্রবেশ

তাবেজ। অ্যাঁ ! সত্যিই তো মনিবের সঙ্গে গেল ! গেল—তা আমার কি ? আচ্ছা, আমি যাই-যাই ক'রেও যেতে পাল্লুম না কেন ? ঝোপের আড়ে লুকিয়ে রইলুম কেন ? অমন বড় লম্বা চুল তো পুরুষমানুষেরও হ'তে পারে ? আর যদি সত্যিই মেয়েমানুষ হয়, তো আমার কি ? কিন্তু মনিব যে আমার সত্যিই জানোয়ার ! নারী হ'লে যে তাঁর কাছে এর দুর্দ্দশার সীমা থাকবেনা। আহা ! ছেলেমানুষ ! কেল্লাদারের খুব পয়সা আছে দেখে তাকে হয়তো সাদী কর'তে রাজী হয়েছে ; এখনো বুঝতে পারেনি, আমার মনিবের স্ত্রী হওয়ার চাইতে, তার এই পরের দেশে বন্দিনী হ'য়ে থাকা ছিল ভাল। অমন রূপ, অমন মিষ্টি কথা ! আচ্ছা—ও আমি মুক্তি পাব ব'লে—আমার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে সাদী করতে রাজী হয়নি তো ? তাই যদি হয় ? একি !

আমার মনে একথা উদয় হ'চ্ছে কেন? আমার প্রাণ—তার জন্যে কেঁদে উঠছে কেন? আমার চোখে জল কেন? (নিজের গালে চড় মারিয়া) খবরদার গোলাম, হুঁসিয়ার! ভুলে যাস্‌নি—তোর গোলামের প্রাণ! তার মুখ দেখে—ছি ছিঃ—তার মুখে ছাই—তার মুখে ছাই—তার মুখে ছাই!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আর্ভিয়ার কক্ষ

এ্যামস্‌ ও আর্ভিয়া

এ্যামস। তুমি কেন আমায় ডেকেছ?

আর্ভিয়া। তোমারি জন্য তোমায় ডেকেছি। রাজরোষে তোমার প্রাণ যেত, আমি পিতাকে নিরস্ত ক'রে তোমার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি। তোমায় ভালবাসি ব'লে আসন্নমৃত্যু থেকে তোমায় রক্ষা ক'রেছি। তুমি কি মোহাচ্ছন্ন হ'য়েছ তা তুমি বুঝতে পারনি; নইলে তুমি আমায় উপেক্ষা ক'রে একটা নগণ্যা বাঁদীকে ভালবাস? জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত আমরা তু'জনে একসঙ্গে খেলেছি, বেড়িইছি; তুমি কতবার ব'লেছ, আমায় ভালবাস; কিন্তু, আজ তোমার এ বিপরীত ভাব কেন? সিরিয়ার মেয়েরা যাতু জানে, সে তোমায় যাতু করেছে! এ্যামস! তুমি এখনো ফেরো, এখনও প্রকৃতিস্থ হও। পিতা তোমায়

ভালবাসেন, দেশের সকলে তোমায় ভালবাসে, আমি তোমায় ভালবাসি ; এ ভালবাসা তুমি পায়ে ঠেলোনা।

এ্যামস। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি তোমায় ভালবাসি ব'লতেম বটে, কিন্তু তখন আমি বুঝিনি যে ভালবাসা কি ? আমি তখন জানতেম না যে, ভালবাসা কাকে বলে !

আর্ভিয়া। তুমি জানতে না, তুমি বুঝতে না যে ভালবাসা কাকে বলে ?

এ্যামস। না।

আর্ভিয়া। তবে ব'লতে কেন ?

এ্যামস। মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে, স্বপ্নের ঘোরে, খেলার মত, মুখস্থ পড়ারমত—না জেনে—না বুঝে। বাল্য কৈশোর যৌবনের সঙ্গিনী তুমি,—সুন্দরী—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিতা—রাজদুলালী,—তোমার হাসি ভাল লাগত, তোমার কথা মিষ্টি লাগত, তোমার স্পর্শে আনন্দ হ'ত—যেমন পাখীর গান মিষ্টি লাগে, নদীর কলধ্বনি মিষ্টি লাগে, চাঁদের আলোয় প্রাণ মেতে ওঠে, ফুলের স্পর্শে পুলক জাগে !

আর্ভিয়া। আর আজ ? আমি কি এত হীন হ'য়ে গেছি, এমনি ঘৃণ্য হ'য়েছি যে, আমায় তোমার ভাল লাগেনা, আর ভাল লাগে ঐ বাঁদীকে, যে হীন হতে হীন, বাঁদী—দাসী—যার কোন পরিচয় নেই, যার রূপ আমার রূপের শতাংশের একাংশও নয়—ভালবাস তুমি তাকে ? এইত তোমার মোহ এ্যামস, আর মোহ কাকে বলে ?

এ্যামস। না, মোহ নয় ; মোহাচ্ছন্ন ছিলেম এতদিন, তোমায় দেখে,—যখন তোমায় আমি ভালবাসি বলতুম তখন ! আজ সে মোহ, সে বিলাস ঐশ্বর্য্যভরা সৌন্দর্য্যের নেশা, আমার কেটে

গেছে। তুমি মিশরের রাজকুমারী—রূপের গর্ব্বে, ঐশ্বর্য্যের সম্পদে, তোমার তুলনা নাই। কত দেশের কত রাজপুত্র তোমার প্রণয়ের বিন্দুমাত্র পেলে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান ক'রবে; আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি আর্ভিয়া, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, অন্যকে বিবাহ ক'রে সুখী হও। রাজ-রোষ থেকে একবার আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এবার তুমি আমায় সত্যই রক্ষা কর। আমি যাকে যথার্থ ভালবাসি, তার কাছে আমায় চিরবিশ্বাসী হ'য়ে বেঁচে থাকতে দাও। কিম্বা রাজাকে ব'লে আজই আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা কর; আমি তার মুখ ধ্যান ক'রতে ক'রতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি।

আর্ভিয়া। এ্যামস, তুমি কি এত নিষ্ঠুর?

এ্যামস। না, আমি নিষ্ঠুর নই, আমি সত্যই তোমায় স্নেহ করি। আর্ভিয়া, আর্ভিয়া, আমার সেই নির্ম্মল স্নেহের শপথ ক'রে আমি তোমায় ব'লছি—আমি এখনো তোমায় অবজ্ঞা করিনা; তোমায় সম্মানের উচ্চ শিখরে বসিয়ে, দীন প্রজার মত—আমার সমস্ত মমতা, সমস্ত মনুষ্যত্ব, যা কিছু পবিত্র ভাব, অঞ্জলি দিয়ে এই কথাই ব'লতে চাই—আমি ঐ নিরাশ্রয়া, সর্ব্ব পরিচয়-হীনা, সরলা বন্দিনীকে যেমন ভালবাসি, তেমন ভাল এ পর্য্যন্ত কাউকে বাসিনি। আমি তোমাকে এতটুকু মিথ্যা বলিনি আর্ভিয়া! ভালবাসা কি, তা সত্যই আমি এতদিন জানতেম না। যেদিন প্রথম ঐ অভাগিনী বন্দিনীর সকরুণ দৃষ্টি আমার চোখে নিমিষে স্বর্গের জ্যোতি ঢেলে দিয়ে আমাকে উদ্ভ্রান্ত করে, আমি সেই দিনই প্রথম বুঝতে পারি —ভালবাসা কাকে বলে! সে যেন—অজ্ঞাত জীবনের পরপার

থেকে সহস্র সহস্র বৎসরের পরিচিত দৃষ্টি !—কত পুরাতন, কত আপনার—কত সাধনার—কত তপস্যার—কত প্রিয়—কত দুঃখের—কত সুখের! কৈ? সে ভাবতো তোমায় দেখে একদিনও হয়নি।

আর্ভিয়া। তবে এতদিন কি আমার সঙ্গে ছলনা করেছিলে? যদি কার্য্য-সূত্রে ওকে কখন না দেখতে, তাহ'লে তো আমাকেই বিবাহ ক'রতে হ'ত?

এ্যামস্। তা হয়তো করতুম; হয়তো জীবনস্রোত সকলের যেমন চলে, আমারও তেম্নি চ'লত; যে অন্ধ, যে সূর্য্যালোক কখনো দেখেনি—অন্ধকার কারাগৃহে বাস হয়তো তার আক্ষেপের হ'ত না; কিন্তু যে চক্ষু একবার দিবার আলোক দেখেছে, সে আর অন্ধকার গৃহে থাকতে চাইবে কেন?

আর্ভিয়া। আর, যদি মৃত্যু এসে একেবারে সকল আলো নিবিয়ে দেয়?

এ্যামস্। সে তো আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, পূর্ব্বেই তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি। আজ মৃত্যুতেও আমার আনন্দ; তোমায় ভালবাসলে বোধ হয় এ আনন্দ উপভোগ করবার সাধ আমার হ'তনা। সে বন্দিনী, তোমার প্রতিযোগিনী; রাজরোষে—তোমার রোষে তার মৃত্যু নিশ্চিত; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি মরতে চাই। যদি রাজাদেশে না হয়, আমি মরব। আমি মরেই আছি; তার বিচ্ছেদ আমার মৃত্যু, তার প্রেম আমার অনন্ত জীবন! তাকে ভাল-বাসি—এই স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি ম'রে মৃত্যুকে জয় করব।

আর্ভিয়া। বেশ। কিন্তু একবার ভেবে দেখ দেখি, তুমি যা ব'লছ এম্নি ভালবাসা যদি আমি তোমায় বেসে থাকি, তাহ'লে আমার বেঁচে কি সুখ?

এ্যামস্। সুখ! তা জানিনা। আর্ভিয়া, বুঝি ভালবাসায় সুখ নেই; ভালবাসা সুখের জন্য নয়; বুঝি দুঃখের সমুদ্র—মন্থন ক'রে উঠেছিল এই ভালবাসা! তোমার কথার কি উত্তর দে'ব, কি উত্তর আছে? প্রকাশের ভাষা কই? তোমার কথার উত্তর দিতে পারেন তিনি, যিনি অর্ব্বান্তর্য্যামী! যদি তুমি সত্যই ভালবেসে থাক—তুমি জ্বলবে, পুড়বে, কাঁদবে, আবার ভালবাসবে—আর—আমার মত উল্লাসে মৃত্যুকে বরণ ক'রতে চাইবে—এই পর্য্যন্ত! এর অধিক উত্তর আমি আর জানি না।

আর্ভিয়া। আমি ম'রব; আর তুমি ঐ পাপিষ্ঠার, ঐ কুলটার—ঐ—

এ্যামস্। স্তব্ধ হও নারী! আমার সম্মুখে তার মর্য্যাদাকে অমন উপেক্ষা কোরোনা। সে স্বর্গের পবিত্রতা মিশর-রাজকুমারীর রোষ-ভাগিনী হ'তে পারে, কিন্তু অমর্য্যাদার পাত্রী নয়।

আর্ভিয়া। বটে! এতদূর? এ্যামস্! এ্যামস্! তুমি কি সেই এ্যামস্? প্রতারক! বিশ্বাসঘাতক! মিশরের রাজকুমারী কি একটা ঘৃণিতা বারবনিতা—যাকে হেলায় হ'ক, শ্রদ্ধায় হ'ক, অবজ্ঞায় হ'ক, আগ্রহে হ'ক, ভালবাসি ব'লে, সেই জিহ্বায় তার সম্মুখে আর একজনকে স্বচ্ছন্দে ব'লবে—ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি—আর আমি—সেই লাঞ্ছনার জ্বালা বুকে পুষে, অবাধে, হাসিমুখে আর একজনের গলায় প্রণয়ের মালা পরিয়ে দেব?—এ্যামস্, এখনও সংযত হও; এখনো বুঝে দেখ, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ? কার সাম্‌নে কথা কইছ?

এ্যামস্। আমি দাঁড়িয়ে আছি মৃত্যুর সম্মুখে!

আর্ভিয়া। না! মৃত্যু কেমন ভয়ঙ্করী তা জানি না। নিমিষে জ্বালা জুড়িয়ে দেয়—মৃত্যুর স্পর্শ যদি এত স্নিগ্ধ হয়,—তাহ'লে কোথায়

মৃত্যুর সেই তীব্রতা,—যার স্মরণে মানুষ ও পশু একসঙ্গে শিউরে উঠে? মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়—মরণাধিক যন্ত্রণা! বেঁচে থেকে, পলে পলে, হৃদয়ের, মর্ম্মের, প্রতি গ্রন্থি পুড়িয়ে দেবে—এমন উগ্র বিষ—প্রতারক!—যা তুমি কল্পনায়ও আনতে সাহস করনি—সেই বিষ আমি নিজের হাতে তোমায় ঢেলে দেব,—যা আকণ্ঠ পান ক'রে তুমি মরবে না, বেঁচে থাকবে,—দীর্ঘকাল—শুধু মৃত্যুর পথ চেয়ে!

এ্যামস্। কি সে বিষ?

আর্ভিয়া। তুমি নিজের হাতে তোমার প্রণয়িনী—সেই কুলটা বন্দিনীকে—তোমার ঐ তরবারী দিয়ে হত্যা ক'রবে—আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখব। প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক! তোমার ন্যায় অপরাধীর প্রতি মিশর-রাজকুমারীর এই দণ্ডাজ্ঞা।

এ্যামস্। কিন্তু তৎপূর্ব্বে—নারী—(তরবারি ফেলিয়া দিয়া) না—না—শত শত্রুশোণিত-সিক্ত আমার তরবারি নারীহত্যার জন্য নয়; আর্ভিয়া, তুমি আমায় চেননা; জাননা। তোমার দণ্ড-গ্রহণের পূর্ব্বেই আমি নিজে আমার এই মুণ্ড—তোমার রোষাগ্নিতে আহুতি দিয়ে যাচ্ছি। আত্মহত্যায় অধিকার কার নেই?
(অস্ত্র কুড়াইতে গেলেন)

আর্ভিয়া। অত সহজ নয়! রক্ষিগণ! বন্দী কর।

সশস্ত্র রক্ষীগণের প্রবেশ

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গ-কারাগার

বন্দিনী ও নাহের

নাহের। কি ক'রে এসেছি সে কথা শুনে লাভ নেই ; তবে আমি এসেছি। এসেছি—তোমাকে আর আমাদের রাজাকে মুক্ত ক'রে দিতে। তোমরা ফিরে যাও ;—সিরিয়ার স্বাধীনতা আবার ফিরে আসুক। কারাগারে বন্দী হ'য়ে কুকুরের মত ম'রবে সিরিয়ার রাজা আর তার মেয়ে!—আমি বেঁচে থাকতে তা কখনো হ'তে দেব না!

বন্দিনী। বাবা কোথায় ? তুমি কি তাঁর দেখা পেয়েছ ? তাঁকে কি মুক্ত ক'রতে পারবে ? আবার কি আমরা দেশে ফিরতে পারবো ?

নাহের। সে কথা ঈশ্বর জানেন। তবে আমি জানি, আমি এই কারাগার থেকে তোমাদের বার ক'রে দিতে পারব,—নিরাপদে, সকলের অসাক্ষাতে। এ কারাগার থেকে বেরোবার গুপ্ত পথ আমি জানি, সুড়ঙ্গ-পথ—একেবারে নদীর কিনারায় গিয়ে মিশেছে। সিরিয়াযাত্রীর নৌকো তার পাশের ঘাটেই বাঁধা আছে। এই রাত্রে তোমাদের পলায়নে বাধা দেবার একটী প্রাণীও তোমরা দেখ্‌তে পাবে না।

বন্দিনী। বাবা কোথায় ?

নাহের। এই পাশের ঘরেই। আমি এখনও সেখানে যাইনি ; তবে জানি, এই পাশের ঘরেই। সে ঘরের লোহার দরজার চাবীও এই আমার কাছে—আর এই—(বস্ত্রাভ্যান্তর হইতে কাগজের

পুঁটুলী বাহির করিয়া] এদের দেশের প্রত্যেক ঘাঁটী কেল্লার মানচিত্র! এ নক্সা দেখে মিশর আক্রমণ ক'রলে, এ দেশ রক্ষা করা এ সয়তানদের অসাধ্য হবে। ওঃ—প্রতিশোধ নেবার এই অস্ত্র।—আমি আনন্দে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি,—কি ক'রব বুঝতে পাচ্ছি নি—তুমি এস—নিজের হাতে চাবি খুলে আমাদের রাজাকে মুক্ত ক'রে দাও।

বন্দিনী। নাহের—নাহের!

নাহের। কাঁদবার সময় নেই, ভাববার সময় নেই,—এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করবার সময় নেই! তোমার যা বলবার, সিরিয়ার আকাশকে বোলো—বাতাসকে বোলো—আমাকে নয়! এস, পরাধীনী বন্দিনী হ'য়ে, এই ঘৃণিত মিশর-সেনাপতিকে ভালবেসে, যে মহাপাপ ক'রেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে এস—আর দেরী কোরো না!

বন্দিনী। নাহের—আমি যাব না;—তুমি বিলম্ব কোরো না; যত সত্বর পার, পিতাকে মুক্ত ক'রে দাও; তাঁর সঙ্গে সিরিয়ায় ফিরে যাও। তাঁকে বোলো, এই দেশ জয় ক'রে যদি তিনি আমায় উদ্ধার ক'রতে পারেন, তবেই আমি তাঁকে এ মুখ দেখাব, নইলে এই অন্ধকার কারাগারে, মৃত্যুর অন্ধকারে, চিরদিনের জন্য আত্ম-গোপন ক'রে থাকৃব।

নাহের। ক'দিন থাকৃবে? আর কেমন ক'রেই বা তিনি তোমায় উদ্ধার ক'রবেন? সে সময় কই? এদের বিচারে কাল সকালেই যে, তোমাকে আর রাজাকে হত্যা ক'রবে!

বন্দিনী। হত্যা ক'রবে? কালই?

নাহের। হাঁ, কালই।

বন্দিনী। বেশ, যদি তাই হয়, হত্যাই করে,—যে মাটীতে আমার রক্ত প'ড়বে, সেই মাটীতে যেন সিরিয়ার রাজা তাঁর মিশর জয়ের বিজয় নিশান পুঁতে রাখেন। সিরিয়ার রাজকন্যা বন্দিনী হ'য়ে প্রাণ দেয়—পালায় না।

নাহের। কিন্তু ভালবাসে!—মিথ্যাবাদিনী নারী! তুমি মনে ক'রেছ, আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি? তোমার পিতা মুক্ত হ'ন, আর তুমি যাকে ভালবাস, তার স্মৃতি বুকে নিয়ে এই দেশের মাটীতে বুক দিয়ে ম'রে প'ড়ে থাক,—আর না হয়—মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক, যদি কোন সুযোগে তাঁর কৃপায় মুক্ত হ'য়ে, তোমার প্রণয়ীর পদসেবা ক'রে—সিরিয়ার রাজরক্তের যোগ্য মর্য্যাদা রাখতে পার? বিশ্বাসঘাতিনী! স্বদেশ-স্বজাতিদ্রোহিণী!!

বন্দিনী। দাও—দাও—যত পার আমায় গাল দাও, অভিশাপ দাও—আমার মুখদর্শন কোরো না! আমার কাছ থেকে স'রে যাও—দূরে—দূরে—যেখানে আমার নিঃশ্বাসের বাতাস তোমার নিঃশ্বাসকে কলঙ্কিত ক'রবে না—ততদূরে ছুটে চলে যাও,—হীন সঙ্গে থেকে নিজেকে হীন কোরো না। আমি মিথ্যা কখনো বলিনি, আজও ব'লব না। সত্য আমি তাকে ভালবাসি; আমি মুক্তি চাই না—তাকে এখানে রেখে আমি মুক্তি চাই না—স্বাধীনতা চাই না—চাই কেবল পিতার মুক্তি—আর আমার মৃত্যু! নাহের যদি পার—পিতাকে রক্ষা কর—আমার দিকে ফিরেও চেও না।

নাহের। কত বড় অভিশাপ মাথায় নিয়ে জন্মেছিলেম, আজ আমার দেশের মেয়ের মুখে এই লজ্জার কথা শুনতে হ'ল—যা উচ্চারণ ক'রতে বোধ হয় বনের পশুও পারে না! স্বাধীনতার চেয়ে

তোমার ভালবাসা বড় হ'ল? আর—তুমি কি জান—তুমি কি জান—যে, তোমার আর আমার দেশের রাজার মুক্তির জন্য আমি—আমি কি ক'রেছি? কি মূল্য এই নরকের দেশের সয়তানকে নিজের হাতে ধ'রে দিয়েছি? শবের চেয়েও যাকে ঘৃণা করি, তাকে—তাকে—তার পায়ের নীচে নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছি—শুধু—সিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য!—আর তুমি—

বন্দিনী। কি ক'রেছ নাহের—কি ক'রেছ?

নাহের। আমি এই কেল্লাদারকে বিবাহ ক'রেছি; তাই এই কারাগারের চাবী, এই নক্সা আমার হাতে, এখান থেকে বেরোবার সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান আমার চোখের সামনে। এস রাজকুমারি, পালিয়ে এস—আমার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ কোরো না।

বন্দিনী। নাহের—নাহের! তুই এত বড়? তোর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে আমার সাহস হ'চ্ছে না। আমার পা কাঁপছে!—আমি চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি! ওঃ ভগবান!

নাহের। একি? ভেঙ্গে প'ড়ছ কেন? ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও; সময় ব'য়ে যাচ্ছে—পাশের ঘরে তোমার পিতা—রাত্রি প্রভাত হ'লে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত; আর আজ যদি তাঁকে এখান থেকে মুক্ত ক'রে দিতে পারি—সিরিয়ার স্বাধীনতা কেউ নষ্ট ক'রতে পারবে না। সিরিয়ার রাজকন্যা! নিজেকে ভুলে যেও না, তোমার পিতাকে ভুলে যেও না, তোমার জন্মভূমিকে ভুলে যেও না! ভালবেসেছ?—কি হ'য়েছে তাতে? নারীর জন্মইতো ভালবাসতে; কিন্তু তাই ব'লে ভালবাসা কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে যাবে? পরাজিত জাতির ভালবাসবার অবসর কোথায়? যদি ভালবাস, মনে মনে তার পূজা ক'র—কিন্তু সেও সিরিয়ার

বন্ধন মুক্তির পরে; তার পূর্ব্বে তোমার দেশ ছাড়া তোমার হৃদয়ে আর কারও স্থান নেই!

বন্দিনী। সত্য, সত্য, সত্য! কিন্তু তবু নাহের, মনে হয়, যদি তাকে একবার দেখতে পেতেম—সেও তো মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচেছে—কি জানি তার অদৃষ্টে কি আছে!—যদি একবার তার সংবাদ পেতেম! কি মোহ! কি মোহ! একদিকে আমার দেশ আমায় টান্‌ছে—আর একদিকে তার সেই সকরুণ দৃষ্টি; তার সেই অপরিচিত হৃদয়ের অস্ফুট ভাষা—যার অর্থ এ পৃথিবীতে আমি ভিন্ন আর কেউ জানে না—জানবে না—আমায় সব ভুলিয়ে দিয়ে—দুর্ব্বলা আমি—অভাগিনী আমি—আমাকে এম্‌নি জ্ঞানশূন্য ক'রেছে, আমি এ কারাগার থেকে এক পাও নড়তে পারছি নি! নাহের, তুই আমায় ক্ষমা কর্। তুই কাউকে কখনো ভাল বাসিস্‌নি, আমার দুঃখ তুই বুঝবিনি।

নাহের। ভালবাসিনি? না-তা নয়; তবে আমি বাঁদী, আমি তোমার মত ভালবাসিনি। ভালবাসাকে এই বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে—পাষাণী আমি, তাকে দু'পায়ে থেঁৎলিছি—তোমার মত তাকে মাথায় স্থান দিইনি। ভালবেসেছি। ভুলেছি। জানি সে ভালবাসে, তবু তাকে জানতে দিইনি যে আমি তা জানি, আমি তাকে ভালবাসি; তাকে ছেড়ে চলে এসেছি—একমুঠো ধূলোর মত—শুক্‌নো ঝরা পাতার মত। তুমি অন্ধ; তুমি মনে করেছ তুমি যাকে ভালবাস সে তোমায় তেমনি ভালবাসে? কখনো না। আমি জানি রাজকুমারীর সঙ্গে তার বিবাহের সব স্থির হয়েছে। কাল সকালে বধ্যভূমিতে তোমাদের হত্যা ক'রবে, আর রাত্রে বাসর ঘরে তাদের বিয়ের বাঁশী বাজবে।

বন্দিনী। মিথ্যা কথা! আর যদিই সত্য হয়—তবু আমি যাব না। আমি এখানে ম'রব, ম'রব—আমার বেঁচে কি সুখ নাহের?

নাহের। দাসীর মত তোমার সঙ্গে ফিরেছি, ছেলেবেলা থেকে তোমায় ভালবাসি; রাক্ষসী নই, নারী; কঠিনতার আবরণে মমতার স্রোতকে এখনো বেঁধে রাখতে পারিনি—নইলে,—সিরিয়ার হতভাগিনী নারী! (কটিদেশ হইতে ছুরী বাহির করিয়া) এখনি তোমাকে হত্যা ক'রে তোমার শোণিতে নারীজাতির কলঙ্ক মুছে ফেলে দিয়ে চ'লে যেতেম! মর—বিধর্ম্মীর কারাগারে প্রণয়ের স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে, নীচ ঘাতুকের পায়ের নীচে ঐ গর্ব্বোন্নত শির লুটিয়ে দাও! আমি আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে পারি না। কাজ অনেক—সময় অল্প।

[প্রস্থান।

সুমা। সত্য, না মিথ্যা? সত্য মিথ্যার পরপারে চ'লে গেছি। যদি সত্য হয়, কি ক্ষতি? আমার মৃত্যুতো নিশ্চিত, আমার আক্ষেপ কতটুকু? কিন্তু, এই নাহের—এ কি ক'রেছে! একে এত-দিন বাঁদী ক'রে রেখেছিলেম—চলে গেল! এ মাথাতো তার পায়ের নীচে রাখতে পাল্লেম না—ভুলে গেলেম! তার পায়ের ধূলো স্পর্শ করবার যোগ্য আমি নই! কত বড় সে, আর আমি কত ছোট! তাহ'লে—ভালবাসা কি মানুষকে ছোট করে? পাশের ঘর থেকে বাবাতো এখনি বেরোবেন;—তাঁকে আর এ মুখ দেখাব না। ঐ বোধ হয় তিনি আস্‌ছেন?

[কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল]

পার্শ্বের অপর কক্ষ হইতে মিতানির রাজা ও নাহেরের প্রবেশ

মিঃ-রাজা। এই ঘরে?

নাহের। হ্যাঁ! মুখ ফেরান্, ওদিকে আর চাইবেন না, আপনার মেয়ে ম'রে গেছে।

মিঃ-রাজা। ম'রে গেছে? অ্যাঁ—এ্যাঁ—বল কি? ম'রে গেছে?

নাহের। ছুটে আসুন, যদি কেউ দেখে ফেলে! যে ম'রে গেছে তার জন্যে আর আক্ষেপ কি?

মিঃ-রাজা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—একবার দেখে যাব। আমার কাছে সে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল! ম'রে গেল? বিদেশে, এই শত্রুর কারাগারে—আমার সেই কন্যা—যাকে এক মুহূর্ত্তও সঙ্গছাড়া করিনি! রণক্ষেত্রে, শত্রু বল্লম তুলেছে—পাশে সে! ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছি—পেছনে তার ঘোড়ার পায়ের শব্দ! যুদ্ধ জয় করিছি—তার সেই ছোট্ট হাতে সিরিয়ার স্বাধীনতার নিশান! সে ম'রে গেল? আ-হা-হা! এই হীন মৃত্যু?

নাহের। হ্যাঁ—চ'লে আসুন।

মিঃ-রাজা। না, না, তার মৃতদেহ তো এখানে ফেলে যেতে পারব না। আমি পালাব—তাকে বুকে ক'রে নিয়ে—তার নিস্পন্দ নিথর দেহ বুকে ক'রে নিয়ে পালাব। নাহের, তুই পথ দেখা—তুই পথ দেখা!

[কারাগারের অভ্যন্তর হইতে বন্দিনী ডাকিল]

"বাবা!"

মিঃ-রাজা। ওকি ও? ওকি ও? কে ডাকলে?

নাহের। কিছুনা—কিছুনা—ও আপনার ভ্রম।

মিঃ-রাজা। ভ্রম?

[কারাগারের অভ্যন্তর হইতে বন্দিনী পুনরায় ডাকিল]

"বাবা!"

মিঃ-রাজা। পরপার থেকে ছুটে এসেছে সে! থাকৃতে পারবে কেন? থাকৃতে পারবে কেন? নাহের, তুই জানিস্‌নি—বাপ আর মেয়ে—কি স্নেহ—তুই জানিস্‌নি!

নাহের। জানি—জানি—ঐ বুঝি কে আস্‌ছে! এই অন্ধকারে আমার হাত ধ'রে ছুটে আসুন। সে নেই—সে নেই—সে নেই! তার মৃতদেহের আকর্ষণে নিজের দেশকে ভুলে যাবেন না—আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

বন্দিনীর পুনঃপ্রবেশ

বন্দিনী। আমিও যে যাব—আমিও যে যাব! নাহের, কি ক'ল্লি? কি ক'ল্লি? দাঁড়া—দাঁড়া—আমার ভুল ভেঙ্গেছে, মোহ টুটেছে—দাঁড়া—দাঁড়া—আমিও যাব।

সম্মুখ হইতে এ্যামসের প্রবেশ

একি! তুমি?—(মূর্চ্ছা)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্গস্থ কেল্লাদারের কক্ষ

কেল্লাদার ও তাবেজ প্রবেশ করিতে করিতে

তাবেজ। (ছাড়পত্র হাতে) আর আপনাকে কি ব'লব? অনেকদিন আপনার কাছে ছিলুম, দোষঘাট অনেক হ'য়েছে, বান্দা ব'লে কিছু মনে রাখবেন না। দয়া ক'রে যখন ছেড়েই দিলেন, দেশটা একবার দেখে আসি। দেশে কেউ চিনতেই পারবেনা; তবু কিছুদিন সেখানে থেকে আবার ফিরে আসব, আবার এসে আপনাকে সেলাম কর'ব।

কেল্লাদার। বড় ভাল চাকর তুই, বড় ভাল চাকর। কি অঘটনই ঘটিয়েছিস! বেঁচে থাক্ বাবা, বেঁচে থাক্। মাইনে পত্র সব চুকিয়ে দিয়েছি, বখশিস নে এই আমার গলার হার। তবু মনে প'ড়বে আমার বিয়ের বখ্‌শিস।

তাবেজ। আজ্ঞে, আপনারি তো খাচ্ছি।

কেল্লাদার। বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে। আচ্ছা বল্ দেখি, এই তাজ প'রে, এই দাড়ীতে কাল রং লাগিয়ে, এই লপেটা সাজ পোষাকে আমায় কেমন দেখাচ্ছে? হ্যাঁরে, আমায় বুড়ো বলে ধরা যায়?

তাবেজ। কার সাধ্যি! বিয়ের জল গায় লাগতে না লাগতেই চেহারা আপনার বেমালুম বদলে গেছে।

কেল্লাদার। বদলেছে নাকি? হ্যাঁরে, বদলেছে নাকি?

(উল্লাসসূচক কণ্ঠস্বর)

তাবেজ। আজ্ঞে, ও আর নয়। গলার ও কর্ত্তব শুনলে শিউরে উঠবে! পাশের ঘরেই তো আছে?

কেল্লাদার। পাশের ঘরে কিরে? এই পর্দ্দার ওপারে। আমি কি যেখানে সেখানে রাখি? একেবারে আমার ঘরে। রাজ্যের যত গোপন দপ্তর যে ঘরে থাকে, একেবারে সেই ঘরে; বাবা, সেখানে কারো ঢোকবার যো নেই—কেল্লাদারের মরণ-কাঠী জিওনকাঠী সেই খানে।

তাবেজ। আজ্ঞে, এখন থেকে সেই আপনার মরণকাঠী জিওনকাঠী—কি বলেন?

কেল্লাদার। এই! তা আর বলতে—তা আর বলতে। সব তো বুঝিস্,—তোর বুদ্ধি কত? এই জোটাজোট্টা তো তুই-ই ক'রে দিয়েছিস বাবা! ওঃ—তাকে না পেলে—

তাবেজ। হায় হায়! কি বলেন?

কেল্লাদার। আর ও কথা কেন বাবা, আর ও কথা কেন? 'হায় হায়ে'র পালা তো শেষ করিছি। এখন বিরহ নয়, খালি মিলন—খালি মিলন!

তাবেজ। তাহ'লে আমি আসি—সেলাম।

কেল্লাদার। কষ্ট কল্লি, একবার মিলনটা দেখে যাবিনি? তোরই জন্যে তো সব—তোরই জন্যে তো সব। কাল বন্দী বেটাদের হেস্ত নেস্ত হয়ে যাক্, তারপর—

তাবেজ। দিনরাত ফুলশয্যে,—দিনরাত ফুলশয্যে।

কেল্লাদার। অনেকক্ষণ দেখিনি, একবার দেখে যাই। তুইও যাবার আগে একবার দেখে যা—একটা সেলাম ক'রে যা।

তাবেজ। আজ্ঞে, আমি সেলাম অনেকক্ষণ করিছি ; এখন আপনার পালা। খালি সেলাম করুন, খালি সেলাম করুন।

কেল্লাদার। তাতো ক'রতেই হয় বাবা, তাতো ক'রতেই হয় বাবা। (পরদা সরাইয়া) ঐ! কোথা গেলরে ? ঘর যে একেবারে ফাঁক !

তাবেজ। আজ্ঞে, এরই মধ্যে ফাঁক ?

কেল্লাদার। ওরে বাবা, বুড়ো হয়েছি, চোখে ঝাপসা দেখছি, তুই এগিয়ে আয়, তুই এগিয়ে আয়। ঠিক ঠাওর ক'রতে পারছিনি, ঠিক ঠাওর ক'রতে পারছিনি। তুই একবার দেখ্।

তাবেজ। ঠাওর ক'রতে পারছেন না ! কৈ, দেখি ? সত্যিই তো, ঘরে তো কেউ নেই !

কেল্লাদার। নেই কিরে বেটা, নেই কিরে ! ওরে আমি যে লুকিয়ে সাদী ক'রে এই কামরায় তাকে রেখে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলুম, এরই মধ্যে গেল কোথায় ?

তাবেজ। আপনারও যেমন ! নূতন বিয়ে করে পরিবার একা রেখে কেউ যায় ?

কেল্লাদার। তাতো জানিরে বেটা, তাতো জানি। চার চারবার বিয়ে ক'রে হাত পাকিয়ে, তাতো হাড়ে হাড়ে জানিরে বাবা। কি ক'রব ? পরের নোকরী ! সম্রাটের কাছ থেকে ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে এই দিকে ছুটে আসছি রে বাবা ! এসেই দেখি—

তাবেজ। একেবারে ফাঁক ! তাইতো, এ যে আমায়ও তাজ্জব ক'রে দিলে ! ছুঁড়ী গেল কোথায় ? জানি—ও পুরুষ সাজা মেয়ে—ও একটা কাণ্ড বাধাবেই বাধাবে।

কেল্লাদার। একবার ভাল করে দেখ্, এই কেল্লার আর কোথাও গিয়েছে

কিনা। এই পরদার আড়ালেই তো ছিল—এই ঘরে রে, এই ঘরে। এই ঘরেই যে আমার স্বর্ব্বস্ব!

তাবেজ। আজ্ঞে আমি একবার খুঁজে দেখে আসি। সত্যিই তো, যাবে আর কোথায়? বোধ হয় একলা মন কেমন ক'রছিল,—নূতন প্রণয় কিনা—আপনাকে দেখবার জন্যে বোধ হয় এদিক ওদিক উঁকি মারছে।

কেল্লাদার। তাই নাকিরে, তাই নাকি? এতদূর হবে? দে বাবা, বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দে, বড্ড ঢিব্ ঢিব ক'রছে। (দেওয়ালের দিকে চাহিয়া) ওরে! আমার চাবী? চিরকাল যে এই দেওয়ালে থাকে—ওরে কেল্লার ফটকের চাবী?

তাবেজ। আজ্ঞে, তাও কি ফাঁক নাকি?

কেল্লাদার। হায়—হায়! সেতো আর ভুল হবার যো নেই। ওরে চাবীর থোলোর দাগটা আছে, কিন্তু চাবীতো দেখ্‌তে পাচ্ছিনি!

তাবেজ। যাঃ বাবা! তাহ'লে যা ঠাউরেছিলুম, তাতো নয়! চাবী নেই? তাহ'লে তো সত্যি সত্যিই 'হায়-হায়' করিয়ে ছেড়েছে! জানি, যখন মেয়েমানুষের জন্যে 'হায় হায়' সুরু হ'য়েছে, তখন চিরজীবনটা 'হায় হায়' ক'রতে হবে!

কেল্লাদার। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে) ওরে, আমার দপ্তর? আমার নক্সা?

তাবেজ। তাও নেই নাকি? তবে আর দেখতে হবে না, আর খুঁজতে হবে না; হয়েছে—সে ছুঁড়ী বেমালুম স'রেছে!

কেল্লাদার। আর বলিসনি বাবা, আর বলিসনি! ওরে আমার বুকটা চেপে ধর্। সয়তানী! রাক্ষসী! হায়—হায়!

তাবেজ। এবার সত্যিই 'হায় হায়'—স্থির হ'ন্—চলুন খুঁজে দেখি—কতদূর পালাবে? সয়তানী হ'লেও, মেয়েমানুষ তো?

কেল্লাদার। ওরে তাকে না পেলে আমাকে যে রাজদণ্ডে ম'রতেই হবে! আমি যে কেল্লাদার! যখন চাবী আর নক্সা নিয়ে পালিয়েছে, তখন সে তো মতলব করেই এসেছিল! কথায় কথায়, সুড়ঙ্গ পথের সন্ধানও তো সে আমার কাছে জেনে গেছে!

তাবেজ। আজ্ঞে, তাও তাকে বলেছেন বুঝি?

কেল্লাদার। ওরে, সে যে সাদী ক'ল্লে, কত ভালবাসার কথা ব'ল্লে, কত আদর ক'ল্লে, তার মুখ এই দাড়ীর কাছে এনে—হায়—হায়!

তাবেজ। তার পর মাথায় হাত বুলুলে। যে যত বড় বাহাদুর, মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়ে সে তত বড় আহাম্মুক! ওদের ও হাসিতে বিশ্বাস করে? মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেও ও জাতকে আজও চিনলেন না?—চলুন, দেখি—দেখি এখনও যদি ধ'রতে পারি!

কেল্লাদার। আমার যে হাত পা স'রছে না বাবা!—সয়তানী যদি বন্দীদের নিয়ে পালায়?

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্ম। সম্রাট্ আসছেন। [প্রস্থান।

কেল্লাদার। তাবেজ!

তাবেজ। তাইতো! হঠাৎ সম্রাট্ এখানে কেন? খোঁজবারও তো অবসর দিলে না।

কেল্লাদার। না।

সশস্ত্র প্রহরীর সহিত সম্রাটের প্রবেশ

সম্রাট্। কোথায় কেল্লাদার?

কেল্লাদার। (অভিবাদন করিয়া) জনাব!

সম্রাট্। কি হয়েছে জান ?

কেল্লাদার। (নিরুত্তর)

সম্রাট্। তুমি জালুর কেল্লাদার না ? বড় বিশ্বাসী কর্ম্মচারী—কেমন ?

কেল্লাদার। বান্দা নৌকর !

সম্রাট্। কি হ'য়েছে জান ? যে বন্দী আর বন্দিনীদের তোমার জিম্মায় রেখেছিলুম তারা পালিয়েছে ; আর তাদের এই পলায়নের জন্য দায়ী তুমি। তুমি সিরিয়ার এক বন্দিনীকে বিবাহ ক'রেছিলে ?

কেল্লাদার। হুজুর।

সম্রাট্। সে সয়তানীকে এই গৃহে স্থান দিয়েছিলে ?

কেল্লাদার। দিয়েছিলেম।

সম্রাট্। সে কোথায় ?

কেল্লাদার। সম্রাট্! অপরাধ ক'রেছি, কিন্তু তাই ব'লে মিথ্যা ব'লব না। তাকে সাদী ক'রে, আমারই এই ঘরে রেখেছিলেম। সে পালিয়েছে। এই কেল্লার কারাগারের চাবী আর ঘাঁটী কেল্লার নক্সা নিয়ে পালিয়েছে।

সম্রাট্। বন্দিনী শত্রুকন্যাকে বিবাহ করা, বিবাহ ক'রে তাকে রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গোপন স্থান এই কেল্লার মধ্যে আশ্রয় দেওয়া কত বড় বিশ্বাসঘাতকতার কাজ, তা বোধ হয় তুমি জান ?

কেল্লাদার। জানি সম্রাট্।

সম্রাট্। এর শাস্তিও বোধ তা হ'লে জান ?

কেল্লাদার। জানি। আমি আর এ তরবারি ধারণের যোগ্য নই। এই নিন্ সম্রাট্! বিশ্বাসঘাতকের স্পর্শে মিশরের এ তরবারিকে আর কলঙ্কিত ক'রব না। (সম্রাটের পদতলে তরবারি রাখিয়া দিলেন)

মিশরের আইনে বিশ্বাসঘাতকের প্রতি যে চরম শাস্তির বিধান আছে, আমাকে তাই দিন।

সম্রাট্। এখন আমার সঙ্গে এস। (একজন সৈনিকের প্রতি) তরবারি কুড়িয়ে নাও। এই তরবারিই তোমার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে লোককে শেখাবে লম্পটের পরিণাম কি। গুপ্তচরের মুখে এইমাত্র আমি সংবাদ পেলেম বন্দীরা পালিয়েছে। তাদের সন্ধানে লোক ছুটেছে—তুমি আমার সঙ্গে এস।

[সম্রাট্ ও তৎপশ্চাতে কেল্লাদারের প্রস্থান।

[তাবেজ ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিল—তার চক্ষে জল]
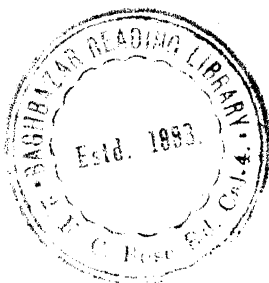
দ্বিতীয় দৃশ্য

[নদীতীরস্থ খেজুর কুঞ্জ। কুঞ্জের মধ্য দিয়া আঁকা বাঁকা পথ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে]

কাল—রাত্রি ; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন

এ্যামস্ ও বন্দিনী

বন্দিনী। তারা কি পালিয়েছে ?

এ্যামস্। কে তার সন্ধান জানে ? কে তার সন্ধান রাখে ? যদি পালিয়ে থাকে—পালাক্—পালাক্। আমিও তো একেবারে পালাচ্ছিলেম। এখনো বেঁচে আছি, এই আশ্চর্য্য ! মৃত্যু চরণ স্পর্শ ক'রে চ'লে গেছে, মস্তক স্পর্শ করতে পারেনি ! পালিয়ে এসেছি ; চল আমরাও যাই,—আর এদেশে নয়।

বন্দিনী। বাবা কোথায় গেলেন, আমরাই বা কোথায় পালাব, কতদূরে যাব ? এখনি তো আমাদের ধ'রে ফেলতে পারে ?

এ্যামস্। দূরে—সাগর পারে, নূতন রাজ্যের সৃষ্টি ক'রব। কোন গভীর অরণ্যে—এ দেশে নয় ! যেখানে মানুষ নেই, পশু মনের আনন্দে বেড়ায়, স্বার্থপর সমাজের বন্ধন মানে না—কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের ছায়াও যেখানে নেই ; যেখানকার ধর্ম্ম—স্বাধীনতা ; কর্ম্ম—হৃদয়ের আদেশ পালন—সেই দেশে—সেই জনহীন অরণ্যে—কেবল তুমি আর আমি ! তুমি সেই নূতন রাজ্যের রাণী—আর আমি তোমার পূজারী, দীন প্রজা,—মুক্ত প্রাণ,—মুক্ত গতি—উন্মুক্ত আকাশ !

বন্দিনী। তাই চল, আমারি বা আর কি আছে? প্রাণ ভ'রে কথা কইব, রুদ্ধ প্রাণের পিপাসার্ত্ত ভাষা আপনার মনে আপনি গুমরে মরেছে, আজ সে মুক্তকণ্ঠ! চল, যত শীঘ্র হয় পালিয়ে চল।

এ্যামস। আয় আয় জমাট-বাঁধা অন্ধকার! ভারে ভারে নেমে আয়, আমাদের অনুসরণ কর্—আমরা আলোর রাজ্যে চলেছি! চল সামুলিয়া, যে গুপ্তপথ দিয়ে সৈন্যচালনা ক'রে আমরা শক্রর পুনরাক্রমণ রোধ ক'রব মনে করেছিলেম, রাবেয়ার সেই গিরিসঙ্কট দিয়ে পালাই চল, দেখি মিশরী সেনা কেমন ক'রে আমাদের ধরে। মিলনের পথের যাত্রী আমরা, দেবতার কৃপায় সুগম হ'ক,—সেই রাবেয়ার গিরিসঙ্কট!

(নেপথ্যে মিতানির রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন)

"রাবেয়ার গিরিসঙ্কট!"

(নেপথ্যে দূরে সম্রাট বলিলেন—রাবেয়ার গিরিসঙ্কট!

এ্যামস্। (চমকিত হইয়া) কে আমাদের কথার প্রতিধ্বনি কল্লে?

[সহসা আকাশ পরিষ্কার হইল]

নাহের ও মিতানির রাজার প্রবেশ

মিঃ রাজা। একি! সামুলিয়া! তবে মরেনি? মরেনি? বেঁচে আছে! নাহের, তুই মিথ্যা কথা ব'লেছিলি? বেঁচে আছে?

নাহের। না না, ও তার প্রেত-মূর্ত্তি!

মিঃ রাজা। হ'ক্, তবু ওর স্থান আমার এই বক্ষে।

(নেপথ্যে সম্রাট) ঐ বন্দীরা পালায়! আর ঐ সেই বিশ্বাসঘাতক!

এ্যামস্। পালাও বীর, তোমার কন্যাকে নিয়ে পালাও—ঐ সম্রাট্

সৈন্যদের নিয়ে আসছেন। পশ্চাতে মৃত্যু—সম্মুখে জীবন। পালাও—পালাও!

[ইতিমধ্যেই নাহের নৌকায় গিয়া নোঙ্গর তুলিতেছিল। সে বলিল—"নোঙ্গর তুলেছি, ছুটে আসুন।"

মিতানির রাজা বন্দিনীর হস্তধারণ করিয়া খেজুর কুঞ্জের অন্তরাল দিয়া নৌকায় উঠিলেন।]

এ্যামস্। সম্রাট্! আমি পালাইনি—আমায় বন্দী করুন।

সশস্ত্র প্রহরীর সহিত সম্রাটের প্রবেশ

সম্রাট্। বিশ্বাসঘাতককে বন্দী কর! নৌ-বহরে সংবাদ দাও, বন্দিদের অনুসরণ করুক!

[পূর্ণচন্দ্র উঠিল। নৌকার উপরে মিতানির রাজা, নাহের ও বন্দিনী। এ্যামস্ নির্নিমেষ নয়নে বন্দিনীর দিকে চাহিয়াছিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা

সম্রাট্ ও পুরোহিত

পুরোহিত। রাজ্যে অশান্তি—দেবতা রুষ্ট—নরবলি চাই।

সম্রাট্। আপনি পুরোহিত, দেবতার তুষ্টিবিধান আপনিই করুন। বলিও প্রস্তুত। আমি পুত্রের ন্যায় এ্যাম্‌সকে স্নেহ ক'রে এসেছি, দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে বিচার ক'রতে আমি পারব না; আজ বিচারভার আপনার।

পুরোহিত। উত্তম; দেবকার্য্যে আমিই ব্রতী হব, বিচার আমিই ক'রব।

সম্রাট্। আমি আমার কন্যার অনুরোধে দু'বার এ্যামস্‌কে ক্ষমা করেছি; এখন দেখছি, সে ক্ষমা আমার দুর্ব্বলতা। তাকে যদি ক্ষমা না ক'রতেম, তাহ'লে সে আজ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে মিশরের এ সর্ব্বনাশ ক'রতে পারত না।

পুরোহিত। আর কোথায় সেই বুদ্ধিহীন বৃদ্ধ পশু কেল্লাদার? সম্রাট্, তারও বিচার প্রয়োজন।

সম্রাট্। প্রহরি, যাও—দু'জনকেই এখানে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

পুরোহিত। এই দু'জনকে আপনি খুবই স্নেহ ক'রতেন।

সম্রাট্। হাঁ, তার ফলও পেয়েছি! তবে কেল্লাদার অপেক্ষা, আমার মনে হয়, সেনাপতির অপরাধ আরও গুরুতর। সে সমস্ত মিশরী প্রজার সম্মুখে আমার অপমান করেছে, বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে সমস্ত মিশরীর নামে কলঙ্ক দিয়েছে।

পুরোহিত। বলির প্রয়োজন—বলির প্রয়োজন। আমনদেবের রক্ত-তৃষা জেগে উঠেছে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ এ্যামস্ ও কেল্লাদারকে লইয়া প্রহরী চতুষ্টয়ের প্রবেশ

সম্রাট্। এ্যামস্! তোমার বলবার কিছু আছে?

এ্যামস্। না সম্রাট্, বলবার আমার কিছুই নাই।

পুরোহিত। যারা বিশ্বাসঘাতক, তাদের কোনকালেই বলবার কিছু থাকে না। তারা বলে না—বিশ্বাসভঙ্গ করে। এ্যামস্! তুমি বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে শত্রুর নিকট গুপ্তপথের সন্ধান প্রকাশ ক'রেছ।

এ্যামস্। আত্মহারা হ'য়ে আমি তা ব'লেছিলেম বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ক'রব মনে করে বলিনি।

পুরোহিত। কিন্তু সিরিয়ার রাজা তা জেনে গেছে। সে যদি এবার জালু আক্রমণ করে, সে আক্রমণ রোধ করা আমাদের হয়ত ব্যর্থ হবে। বুঝতে পারছ মিশরের কি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ?

সম্রাট্। তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ ক'রতেম। মনে ক'রেছিলেম আমার কন্যাকে তোমার করে অর্পণ ক'রব, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি যে, তুমি এত হীন!

এ্যামস্। সম্রাট্! সব সময় মানুষের কাজ দেখে তার প্রকৃতির বিচার হয় না। আমি যা ক'রেছি, তা অতি গর্হিত, তা করা আমার উচিত ছিল না। রাজার বিচারে হয়ত আমি অপরাধী, কিন্তু সম্রাট, ঈশ্বরের কাছে আপনিও কম অপরাধী নন্।

ম্রাট্। আমি অপরাধী!

এ্যামস্। অপরাধী নন্? আপনার কাছে যদি আপনার আইন বড়

হয়, আমার কাছে কি আমার হৃদয়ের আইন বড় নয়? আপনার ইচ্ছার মূল্য আছে, স্নেহের মূল্য আছে, সম্মান বা মর্য্যাদার মূল্য আছে, কিন্তু আমার কাছে কি আমার ইচ্ছার মূল্য নেই? স্নেহের মূল্য নেই? মর্য্যাদার মূল্য নেই? যদি সম্রাট্ বা রাজকুমারী আমার স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ না ক'রতেন, তাহ'লে হয়তো আমি মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রেখেই মিশরের কার্য্যে জীবন দিতে পারতেম। কিন্তু যাক্—তা যখন হয়নি, হবার উপায় নেই, তখন আপনার দণ্ডই আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আমি গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত। আপনি আমার দেশের সম্রাট, সর্ব্বাবস্থায়ই আপনি আমার পূজ্য—আপনি আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সম্রাট্। (পুরোহিতের প্রতি) আপনিই দণ্ডাজ্ঞা দিন।

পুরোহিত। এ্যানস্! কারাগারে অনাহারে মৃত্যুই তোমার শাস্তি। তুমি তৃষ্ণায় একবিন্দু জলও পাবে না—মৃত্যুর পর বিশ্বাসঘাতকের দেহ নীলনদীর গর্ভে আশ্রয় পাবে।

এ্যামস্। ভাল, তাই হবে—তবে মিশরের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা, সে যেন আমায় ভুল না বোঝে। সে যেন বোঝে, বিশ্বাসভঙ্গ আমার অপরাধ নয়,—আমার অপরাধ, আমি এক ভাগ্যহীনাকে ভালবেসেছিলেম, আর সে ভালবাসার কাছে বিশ্বাসভঙ্গ ক'রতে পারিনি।

পুরোহিত। যাও, নিয়ে যাও।

[এ্যামস্‌কে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রস্থান।

কেল্লাদার। (স্বগতঃ) আমিও না হয় ম'রব, ভয় কি? বালক এ্যামস্ যদি হাসিমুখে ম'রতে পারে, বৃদ্ধ হয়েছি—আমি পারব না?

সম্রাট্। কেল্লাদার! তুমিও কি ঐ কথা বলবে? বৃদ্ধ হয়েছ, মৃত্যুপথের যাত্রী তুমি—এক সয়তানীর মোহে ভুলে তুমিও বোধ হয় বিশ্বাসভঙ্গ করেছ, নতুবা তোমার অপর ইচ্ছা ছিল না?

কেল্লাদার। সম্রাট্! আমার অপরাধের মার্জ্জনা নেই। আপনার যা অভিরুচি আমায় শাস্তি দিন—আমি প্রস্তুত।

[সম্রাট্ পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন]

পুরোহিত। তোমার বয়েস হয়েছে, মৃত্যু তোমার আসন্ন। বহুদিন তুমি বিশ্বাসের সঙ্গে সম্রাটের সেবা ক'রেছ, তোমাকে আর মৃত্যুদণ্ড দেব না। সম্রাটের ইচ্ছায় তুমি মিশর থেকে নির্ব্বাসিত হ'লে; আর তোমার সম্পত্তি আজ থেকে মিশরের তহবিল-ভুক্ত হ'ল। জেনো, এই মুহূর্ত্ত থেকে তোমার একটা কপর্দ্দকও নেই। আজ সূর্য্যাস্তের পর তোমার ছায়াও যেন মিশরের মৃত্তিকা স্পর্শ না করে। চলুন, সভা ভঙ্গ হোক্।

সম্রাট্। আজ মিশরের অতি দুর্দ্দিন।

[কেল্লাদার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কেল্লাদার। ঠিক হয়েছে—শাস্তি ঠিক হয়েছে! পিতৃ পিতামহের দেশ—ষাট বৎসর যার কোলে শুয়ে কাটিয়েছি—যার ধূলো গায় মেখেছি—সকল বিপদ আপদে যে বুক দিয়ে রক্ষা করেছে—আজ তাকে জন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে। কোন্‌টা কষ্টকর? মৃত্যু—না নির্ব্বাসন?

ধীরে ধীরে তাবেজের প্রবেশ

কি রে তাবেজ, তুই এখনও আছিস? তোকে যে খোলসা দিয়েছি, এখনো দেশে যাস্‌নি?

তাবেজ। আজ্ঞে, আপনি দেশ ছেড়ে জন্মের মত বিদেশ চ'ল্লেন, আর আমি তো চিরদিনই দেশ ছেড়ে বিদেশে! আজ আপনাকে ছেড়ে দেশে যাব? আপনি আমার এতদিনের মনিব, আপনার নেমক, রুটীর সঙ্গে কত খেয়েছি তার ঠিকানা নেই—সেই আপনি, ধরা প'ড়লেন দেখে আপনাকে ফেলে আমি পালিয়ে যাব? গোলাম ব'লে কি আমাকে এতটাই ছোটলোক ভাবেন?

কেল্লাদার। কি ক'রবি?

তাবেজ। মনিবের যা হুকুম, তাই তামিল ক'রব। তবে নাকে কাণে খৎ, মনিব দম ফেটে ম'রে গেলেও আর ঘটকালি ক'রব না। বাবা! দু'টো ছুঁড়ী এসে একটা রাজ্যের ওলট-পালট ক'রে দিয়ে চলে গেল! ওঃ—আর এই জাতকেই বলে অবলা?

কেল্লাদার। সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গ ছাড়বিনি?

তাবেজ। আজ্ঞে, মিথ্যে যে কেমন ক'রে বলতে হয় তাতো জানিনি। শুনলেম, সূর্য্যাস্তের মধ্যেই আপনাকে এ দেশ ছাড়তে হবে; পাঁওদলে তো চ'লবে না। চলুন, সাগরে গিয়ে লা ভাসাই, তার পর টানের মুখে যেখানে গিয়ে উঠি।

কেল্লাদার। বেশ তবে তুইও আয়। সম্পত্তি যা কিছু ছিল, সবই বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেছে, আমার নিজের একটা কড়িতেও আর অধিকার নেই; দেখি, ভিক্ষে ক'রে পথের খরচা তো কিছু সংগ্রহ করতে হবে?

তাবেজ। আজ্ঞে অতটা কষ্ট আর শুধু শুধু নাই বা ক'রলেন? মাইনেও দিয়েছেন, বিয়ের বকশিশের হারও সঙ্গে আছে। চলুন; গোলামতো ছেলের সামিল, এই ভাঙ্গিয়ে দু'জনের পথের খরচা চ'লে যাবে। তারপর অদৃষ্টে যা হয় হবে। ষাট বৎসর

ভেবে ভেবে এইতো ক'রলেন—আর ক'দিনই বা বাঁচবেন—এই ক'টাদিন ভাবনার ভারটা না হয় আমার উপরই রইল।

কেল্লাদার। তাবেজ, তোকে এতদিন বান্দা ক'রে তোর মহত্ত্বকে এমনি ক'রে খর্ব্ব করেছি? সর্ব্বস্ব গিয়েও তুই আছিস্—আমার বিশ্বাসী ভৃত্য! আর আমার আক্ষেপ নেই।—আয়, এমুখ আর এখানে কাউকে দেখাব না। নদীর ধারে আয়—আরবযাত্রীর নৌকোয় উঠে তোর দেশে গিয়েই বাস করিগে চল্।

[কেল্লাদারের প্রস্থান।

[তাবেজের গীত]

ছুটি—ছুটি—ছুটি—(ওগো)
এবার সত্যি আমার ছুটি—
(যাই) ভাসাইগে না অকুল পাথারে।
জানিনা দিক্, বিদিক্ কিবা,
পথ মিশেছে কোন্ আঁধারে ॥
সালতামামি নিকেশ ক'রে,
দেখি জমার ঘরে শূন্য প'ড়ে;
ফুরিয়েছে ভাঙ্গা হাটে ভুলের ব্যাসাত—
(আজ) সেলাম ঠুকি কারবারে ॥
নীরবে সইছি ব্যথা,
ফুটিনি মনের কথা,—
"হাঁ" বলেছি "না"কে কত,
মান রেখেছি পায়ে লুটে ॥
আকাশ দেখি মেঘে ভরা,
জোর বাতাসে কাঁপছে ধরা,
মন-আকাশে ভাস্‌ছে কেবল
তার কোমল করুণ নয়নদুটী ॥

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গমধ্যস্থ কারাগার।

[দ্বিতলের কক্ষে আর্ভিয়া ও তাহার বাঁদীগণ। নিম্নে
কারাকক্ষ দৃষ্ট হইতেছে।]

কাল—রাত্রি

[বাঁদীগণের গীত]

বাদরে আঁধার ঘোর ভরা ভাদরে।
ভীত চকিত চিত—
চাহে পিয়া মুখ চুম্বন আদরে॥

আর্ভিয়া। আলো নিবিয়ে দে, গান আর ভাল লাগেনা; আমি ঘুমুব।

১ম বাঁদী। ভাল লাগবে সই; আজ ভাল না লাগুক, দু'দিন পরে ভাল লাগবে, দু'দিন পরে সব ভুলবে। ভোলা আছে, তাই সৃষ্টি আছে। তুমি মিশরের রাণী হবে, তোমার কিসের দুঃখ?

আর্ভিয়া। একদিন—দু'দিন—তিনদিন—সাতদিন কেটে গেল। ভুলব কি? ভুলিছি। নইলে আজ এখানে ব'সে তোদের এই গান কি শুন্‌তে পারি? সে জন্যে বলিনি। মিশরের সম্রাট্-দুহিতা আমি—আমায় যে লাঞ্ছনা ক'রেছে, তাকে তো সেইদিনই ভুলিছি—যেদিন সে আমার সামনে আর একজনকে—কোথায় বাঁদীরা? গান গা—গান গা! আমি শুন্‌ব—আমি আর্ভিয়া—এই মিশরের ভবিষ্যৎ রাণী!

[বাঁদীগণের গীত]

ঝরে বারি ঝম্ ঝম্,
যুবতী পিয়াস দহিছে মরম—

আর্ভিয়া। আয় আয়—সুরে এ দুর্গ ছেয়ে দে!

[বাঁদীগণের গীত]

চাহে—চাহে—ক্যায়সে মিলে নাগরে ॥

[আর্ভিয়া ও বাঁদীগণের প্রস্থান।

[দূর হইতে সঙ্গীতের মৃদু ঝঙ্কার আসিতেছিল। নিম্নতলে কারাকক্ষে এ্যামস ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল]

এ্যামস্। ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! কত আলো, কত গান,—সাগরে বান ডেকেছে! সেই সুরে বাঁধা—অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ আলোর বিন্দু চোখের সাম্‌নে ছড়িয়ে দিলে কে? কোন্ স্বর্গের কোন্ হুরী? আমিতো ম'রব না। কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। কত—কত কথা—তাকে শোনাব—তার কথা শুনব! কি করুণ দৃষ্টি—স্থির—শান্ত—সজল!

[দূর হইতে অস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতেছিল]

এসেছি তোমারে বরিতে।
মরণের দেশে ফোটে গো যে ফুল,
আঁখিনীরে তারি মালা গাঁথিতে ॥

এ্যামস্। আস্‌ছে—আস্‌ছে—স্বর্গ থেকে গান নেমে আস্‌ছে; অন্ধকারে আলোর ছটা! কিসের তৃষ্ণা! কিসের পিপাসা? কণ্ঠতো

শুকোয়নি! মাথার ভিতর সে—চোখের সাম্‌নে সে—কানে স্বর্গের স্থর! তৃষ্ণা কোথায়? কে বলে কত্‌দিন খাইনি?

[দূরে পুনরায় গীত]

তোমারে আমারে বাঁধিবে সে হার,
তিলেক বিরহ রবেনা যে আর;

আবার! আবার! এস—এস—ভয় কি? আমিতো আর্ভিয়াকে ভয় করিনি! তার ভয়ে বিশ্বাসভঙ্গ করিনি! ভালবেসেছিলেম—অভাগিনী বন্দিনী এই বুকের কাছে এসেছিল—ছিনিয়ে নিয়ে গেল—ছিনিয়ে নিয়ে গেল—তার শিরহীন দেহ! তার মুখ এখনো এইখানে—এখনও এইখানে—

[দূরে পুনরায় গীত]

ওগো চির মিলনের সখা হে আমার—
এনেছি এ প্রাণ তোমার চরণে সঁপিতে ॥

এলোমেলো বাতাস—ঝড় উঠ্‌ছে—মাথার ভেতর ঝড়—বুকের ভেতর ঝড়! বুকের হাড় একখানা একখানা ক'রে ভেঙ্গে, ঝড়ে উড়ে গেল! কে ধ'রে দেবে? কে ধ'রে দেবে? কোথায় তুমি—কোথায় তুমি!

বন্দিনীর প্রবেশ

বন্দিনী। তবে এইখানেই তো! ঠিক এসেছি—ঠিক এসেছি! সেই স্বর! কথা কও—কথা কও!

এ্যামস্। কে কথা কইলে? স্থর মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আস্‌ছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে—তাও কি সম্ভব?—বন্দিনী!—বন্দিনী!

বন্দিনী। এই যে তুমি—এই যে তুমি!

[উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন]

এ্যামস্। জল—জল—একটু জল! গলা শুকিয়ে গেছে! আমি কথা কইব—কথা কইব—সে এসেছে—এসেছে—সে এই!

বন্দিনী। পালিয়ে এসেছি—কবে মনে নেই—সাঁতরে নদী পার হয়েছি—কত পাহাড়—কত বন—কত—মরুভূমি! কথা কও—কথা কও! তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে চ'লে গিয়েছিলেম—জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিল! কথা কও!

এ্যামস্। বাক্যের দুয়ার রোধ হ'য়ে আস্‌ছে! মৃত্যুর কোলে এই আমাদের নির্ব্বাক মিলন! জল—জল! পাথরের দেওয়াল শুক্‌নো—নির্ম্মম মানুষের মত!

বন্দিনী। তাইতো! কোথায় জল? কোথায় জল? চুপ ক'রলে কেন? কথা কও—কথা কও! আমার যে শুনে আশ মেটেনি—কথা কও!

এ্যামস্। আর পাচ্ছি নি—আর পাচ্ছি নি! তুমি এসেছ,—বাঁচতে সাধ হ'চ্ছে—না খেয়ে—না খেয়ে—শুকিয়ে—ওঃ!—এই হাতে—তরওয়াল ধ'রেছি, আজ—কেউ কি বাঁচাতে পারে না?—তুমিও তো—আহা হা!—চেনা যায়—চেনা যায় না!—কেউ কি নেই—আমাদের বাঁচিয়ে রাখে?—এক টুক্‌রো রুটী—এক ফোঁটা জল!

[বাঁদীগণের গীত]

বাদরে আঁধারে ঘোর ভরা ভাদরে।
ভীত চকিত চিত
চাহে পিয়া মুখ চুম্বন আদরে॥

বন্দিনী। দুজনে এক সঙ্গে ম'রব—আর ভয় নেই! আমারও তো হ'য়ে আসছে—তোমার সঙ্গে একদিনও তো প্রাণ ভ'রে কথা কইতে পারিনি—আজও পারলুম না! যেখানে যাচ্ছি—সেখানে কি এখানকার মত ভাষা আছে? প্রাণ আছে?

এ্যামস্। ঝিম্ ঝিম্—সব নিথর হ'য়ে আস্ছে।—তুমি—তুমি—সেই মুখ—সেই দৃষ্টি—সেই করুণা!—চল যাই—ঐ অন্ধকারের ওপারে - আলোর দেশে—

বন্দিনী। চল যাই—সেই জন্যেই তো এসেছি। কে অন্ধকারের পর্দ্দা টেনে দিলে? কে দিলে—কে দিলে?

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল]

"শত্রু দুর্গ অবরোধ ক'রেছে! জাগ!—জাগ!"

[স্ত্রীকণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি]

কোথায় যাব? কোথায় যাব? হত্যা ক'ল্লে, হত্যা ক'ল্লে!

(নেপথ্যে) হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! দুষমন্ কেল্লার ভেতর ঢুকেছে।

(নেপথ্যে) সম্রাট্। আমার অস্ত্র—আমার অস্ত্র?

[নেপথ্যে মিতানির রাজা বলিলেন]

"আক্রমণ কর—আক্রমণ কর—আক্রমণ কর—কাউকে ক্ষমা কোরো না।"

(নেপথ্যে)—সম্রাটকে হত্যা ক'রেছে, সম্রাটকে হত্যা ক'রেছে। পালাও—পালাও।

বন্দিনী। (উঠিয়া) কিসের কোলাহল? ঐ বুঝি কারা আস্ছে—আবার ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—সাধ্য কি—সাধ্য কি? দু'জনে একসঙ্গে যাব। (দাঁড়াইতে গিয়া পড়িয়া গেল)

এ্যামস্। শক্তি নেই—তোমার কাছে যেতে পাচ্ছি না—এস—কাছে এস—কাছে এস!

বন্দিনী। তোমার হাত—(এ্যামস্ কষ্টে হাত বাড়াইলেন) এই যে!—কি শীতল—কি শীতল! (মৃত্যু)

[নেপথ্যে কোলাহল]

(নেপথ্যে নাহের) রাজা, আস্থন—আস্থন—এই পথে—আমি আলো ধ'রছি।

এ্যামস্। ঝড় উঠেছে! নৌকো খুলে দাও—নৌকো খুলে দাও! স্থমালিয়া–স্থমালিয়া! আর কথা কইবে না? নৌকো ছুটেছে—আর কারো স্থান নেই—তুমি আর আমি—ঐ—ঐ—আলোর দেশে—(মৃত্যু)

মশাল ও পতাকা হস্তে নাহের ও মিতানির রাজার প্রবেশ

নাহের। এই যে এখানে!

মিঃ রাজা। মা! মা!

নাহের। চুপ! তারা যাত্রা ক'রে বেরিয়েছে—পেছু ডাকবেন না! রাজা! এই আপনার কন্যা—আর নেই!

মিঃ রাজা। চ'লে গেছে? চ'লে গেছে? নিয়ে গিয়েছিলুম, ধ'রে রাখতে পারিনি। ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছিল। না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে—না? না?—ওহো হো!—মা—মা!—আমার মিশর জয় এম্নি ক'রে ব্যর্থ করলি?—নাহের,—নাহের,—সে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল? আর—পাশে ও কেও?

নাহের। মিশরের দেবতা—সুমালিয়ার স্বামী!—রাজা! সিরিয়ার বিজয় নিশান এই মৃত্তিকায় পুঁতে রাখুন। আপনাকে জানাবার এই আদেশই আমার উপর ছিল। মিশর-জয়, আপনার কন্যার এই মহামিলনের সাক্ষী!